NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সন্তানের স্কুলের ফি না দিয়ে ধোনির ম্যাচ দেখলেন তিনি

নেইমার গ্যালারিতে বসে খেলা দেখলেন, মাঠে নেমে ট্রফি নিলেন ৮

কলকাতা ১৩ এপ্রিল ২০২৪ ৩০ চৈত্র ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩০১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 13.4.2024, Vol.17, Issue No. 301, 8 Pages, Price 3.00

বেঙ্গালুরুর বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত ২ জঙ্গি গ্রেপ্তার দিঘা থেকে

ধৃতদের ৫ দিনের ট্রানজিট রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে এনআইএ-এর জালে বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে আইইডি বিস্ফোরণে জড়িতরা। এনআইএ সূত্রে খবর, দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে তারা। একইসঙ্গে এনআইএ-র তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, কলকাতার উপকণ্ঠেই, দিঘায় লুকিয়ে ছিল দুই অভিযুক্ত। একটি হোটেলে তাঁরা পরিচয় গোপন করে থাকছিল। এরপর শুক্রবার এনআইএ, পশ্চিমবঙ্গ, তেলঙ্গানা, কর্নাটক ও কেরল পুলিশের যৌথ অভিযান করে অভিযুক্ত দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। জানা গিয়েছে, ধৃতদের ৫ দিনের ট্রানজিট রিমান্ডের অনুমতি দিয়েছে এনআইএ বিশেষ আদালত।

এই গ্রেপ্তারির পর সামনে এসেছে আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিস্ফোরণের বেশ কিছুদিন পর ১৩ মার্চ কলকাতায় এসে ধর্মতলার অদূরে লেনিন সরণির এক হোটেলে রাত কাটান তাঁরা। শহরের প্রাণকেন্দ্রে ধর্মতলা থেকে মাত্র ২ মিনিট হাঁটাপথে এগোলেই নজের আসে এই হোটেল। লেনিন সরণির ওই হোটেল বেশ পুরনো। বহু মানুষের যাতায়াত রয়েছে সেখানে। ৭০০ টাকা খরচে দিব্যি রাত কাটানো যায় সেখানে। সূত্রের খবর, গত ১৩ মার্চ ওই দুই অভিযুক্ত আব্দুল মাথিন ত্বহা ও মুসাভির হুসেন সাজিব এসেছিলেন কলকাতায়। ভুয়ো আধার কার্ড জমা করেন তাঁরা। সেখানে দুজনের পরিচয় দেওয়া হয় আমল কুলকার্নি ও অপরজনের নাম ইউশা শাহনওয়াজ নামে। হোটেলের ৮ নম্বর ঘরে ছিলেন তাঁরা। হোটেলের রেকর্ড বলছে, গত ১৩ মার্চ বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে ঢোকেন তাঁরা, বেরিয়ে যান পরের দিন দুপুর ১২টায়। কলকাতার এই হোটেলে তাঁরা জানিয়েছিলেন, দার্জিলিং থেকে তাঁরা আসছেন, চেন্নাই যাবেন। তবে বিস্ফোরণের দুই অভিযুক্ত কলকাতার হোটেলে রাত কাটিয়ে গেলেন, অথচ কেউ কিছু টেরই পেল না কারণ, সরু গলির মধ্যে থাকা ওই হোটেলে চেক ইনের ক্ষেত্রে তেমন কোনও কড়াকড়ি নেই। এদিকে হোটেলের কর্মীরাও জানান, সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পাননি তাঁরা।

প্রসঙ্গত, মার্চ মাসের ১ তারিখ বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে যে আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছিল, তাতে আহত হয়েছিলেন কমপক্ষে ১০ জন। ৩ মার্চ তদন্তভার গ্রহণ করে এনআইএ। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছিল। অবশেষে তারা ধরা পড়ল এনআইএ-র জালে।

ধৃত দুই আইএস সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: এনআইএ সূত্রে খবরও মিলছে, ধৃত এই দুই যুবক আইএস জঙ্গি মডিউলে সদস্য। জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তাঁদের যোগ থাকার কথা জানতে পেরেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, আব্দুল মাথিন ত্বহা ও মুসাভির হুসেন সাজিব ২০২০ কর্নাটক আইএস মডিউলের সদস্য। আইএস মডিউল সামনে আসার পর দু'জনেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান ২০২০-তেই। এরপর ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁরা ফের দেশে ফেরেন। এরপরই চেন্নাইকে কেন্দ্র করে তাঁরা অপারেশনের ছক কষছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ২০২০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ৩ লক্ষ টাকা ক্রিপ্টোকারেন্সি মারফত পায় তারা। আইএসকেপি হ্যান্ডলার কর্নেলের কাছ থেকে ওই ক্রিপ্টোকারেন্সি এসেছিল তাঁদের হাতে। এনআইএ-র থেকে এ তথ্যও মিলছে যে, ২ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছিল তাঁদের লজিস্টিক সাপোর্টের জন্য। অপারেশনের পর ৭ মার্চ পর্যন্ত চেন্নাইতে ছিলেন তাঁরা। তারপর দক্ষিণের কয়েকটি ডেরা ঘুরে আশ্রয় নেন পশ্চিমবঙ্গে। এরপরই পর্যটক পরিচয়ে কলকাতা এবং রাজ্যের একাধিক পর্যটন কেন্দ্র ঘুরে দিঘায় যান আব্দুল মাথিন ত্বহা ও মুসাভির হুসেন সাজিব।

গোয়েন্দারা খতিয়ে দেখছেন যে দক্ষিণ ভারতে বিস্ফোরণের পর সুদূর বাংলায় কেন তারা ঘাঁটি গাড়ল কেন সে ব্যাপারে। সঙ্গে এও প্রশ্ন, এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ভাড়াই বা পেল কীভাবে। ধৃত দুই জঙ্গির সঙ্গে বাংলার কারও যোগাযোগ রয়েছে কিনা বা বাংলায় জঙ্গি সংগঠনের স্লিপার সেল সক্রিয় রয়েছে কি না, এই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

'দু'ঘণ্টায় ধরে দিয়েছি'

জঙ্গিযোগের তত্ত্ব ওড়ালেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা থেকে গ্রেপ্তার বেঙ্গালুরু ক্যাফে বিস্ফোরণকাণ্ডেদুই অভিযুক্ত। কলকাতার উপকণ্ঠ থেকেই এনআইএ গ্রেপ্তার করেছে দুই জঙ্গিকে। আর জঙ্গি গ্রেপ্তারির পরই সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। বিঁধেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারকে। এই নিয়ে এবার মুখ খুললেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলাকে জঙ্গিদের 'স্বর্গরাজ্য' বলে দাবি করেছে বিজেপি। বার বার তারা অভিযোগ করেছে, রাজ্য পুলিশ সহযোগিতা করে না। কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের তদন্তে বাধা দেয়। এদিন প্রচার সভা থেকে গেরুয়া শিবিরকে পালটা দিলেন তৃণমূল নেত্রী। মমতার কথায়, 'বেঙ্গালুরুতে একটা বোমা ফেটেছে। অভিযুক্তরা এখানকারও নয়। মাত্র ২ ঘণ্টার জন্য বাংলায় ছিল। দুঘণ্টার মধ্যে ধরে দিয়েছি। আমাদের রাজ্য পুলিশ ধরে দিয়েছে।' এনআইএ-র গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'রামেশ্বরম ক্যাফে বিস্ফোরণের দুই সন্দেহভাজনকে কলকাতা থেকে আটক করেছে এনআইএ। তারা হয়তো কর্নাটকে শিবমোগাই আইসিস সেলের অংশও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে বাংলা জঙ্গিদের নিরাপদ স্বর্গে পরিণত হয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক।' তাঁকে খোঁচা দিয়ে মমতা বলেন, ওঁদের একটা ছেলে আছে, আমরা বলি ফোড়ণ। বলছে বাংলা নাকি নিরাপদ নয়?

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের মন্তব্যকে নিশানা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোচবিহারে ভোটের প্রচারে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'দিন আগে বাংলায় এসেছিলেন শাহ। বালুরঘাটে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে সভাও করেন। সেখানেই ভূপতিনগরে এনআইএর উপর হামলার ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করেন শাহ। আক্রমণকারীদের শাস্তির নিদানও দেন। তাঁর সেই মন্তব্য নিয়ে শুক্রবার তোপ দেগেছেন মমতা।

পুলিশ আধিকারিকদের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোচবিহারের তিন-চার জন পুলিশ আধিকারিক সঠিক ভাবে কাজ করছেন না। তাঁর কাছে খবর আছে। শুক্রবার দিনহাটার সভা থেকে সেই আধিকারিকদের উদ্দেশে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোচবিহারের তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বাসুনিয়ার সমর্থনে শুক্রবার সভা করেন মমতা। ১৯ এপ্রিল প্রথম দফাতে ভোটগ্রহণ এই কেন্দ্রে। মমতার অভিযোগ, বিজেপির প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বাইক বাহিনী নিয়ে এলাকায় ত্রাস তৈরি করছেন। কিন্তু প্রশাসন পদক্ষেপ করছে না। মমতা বলেন, 'আমি সরি , প্রশাসন সব দেখেও চুপচাপ বসে থাকে। কিসের ভয়? চাকরি যাবে? ইলেকশন কমিশন সরিয়ে দেবে? তো দু'মাস বাদে কী করবেন? তার থেকে এখনই দিল্লি চলে যান না। কে বারণ করেছে!' এর পর সরাসরি সেই পুলিশ কর্তাদের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'হয় দিল্লি যান, না হলে নিশীথের বাড়ি চলে যান। তা হলে আর আপনাদের আইনশৃঙ্খলা সামলাতে হবে না।'

শাহ সে দিন ভূপতিনগর প্রসঙ্গে 'উল্টো করে ঝুলিয়ে সিধে করা'র নিদান দিয়েছিলেন। বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেছিলেন, 'সবাইকে উল্টো করে টাঙিয়ে সোজা করে দেওয়া হবে, আপনারা চিন্তা করবেন না।' সেই প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, 'বাংলায় এসেছিলেন বড় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এসে বলেছেন, উল্টে ঝুলিয়ে রেখে দেব। আপনারাই বলুন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে কি এ কথা শোভা পায়?'

শাহের মন্তব্যের প্রসঙ্গেই সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে মমতার প্রশ্ন, 'সংবাদমাধ্যমের বন্ধুরা কিছু বলবেন না? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, উল্টে ঝুলিয়ে দেবেন। কিছু বলবেন না।' তিনি আরও বলেন, 'শাহ এমন করে বলছেন যেন ওঁরা ৫৪৩টির মধ্যে ১০৪৩টি আসন পেয়ে গিয়েছেন। আমি বলি, এত তাড়াহুড়ো কোরো না। খেলাটা এত সহজ নয়। আগে নিজের চেহারা আয়নায় দেখো।'

শাহের বাংলা উচ্চারণ নিয়েও কোচবিহারের সভা থেকে কটাক্ষ করেছেন মমতা। বালুরঘাটকে শাহ 'বেলুরঘাট' বলেছেন বলে অভিযোগ। মমতা বলেন, 'বালুরঘাটকে বলছে বেলুরঘাট। নামটাও জানে না।' শাহের এই উচ্চারণ নিয়ে বুধবার কটাক্ষ করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বাংলার কেন্দ্রের নামের উচ্চারণ ভুল করেছেন দেখিয়ে শাহ এবং বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বহিরাগত তকমাও দিয়েছিলেন তিনি। মমতাও সেই ইস্যু উস্কে দিলেন কোচবিহার থেকে।

দাড়িভিট: মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং এডিজি সিআইডিকে হাজিরার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দাড়িভিট মামলায় আদালতের নির্দেশের পরেও অনলাইনে হাজিরা দেননি মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও এডিজি সিআইডি। তাই এবার আদালতে সশরীরে হাজির হওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হল। এই হাজিরা না দিলে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হবে বলে শুক্রবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। সঙ্গে বিচারপতি মান্থা এও বলেন, 'অন্য ক্ষেত্রে হলে, আদালত ওয়ারেন্ট অব অ্যারেস্ট ইস্যু করে দিত। তবে এই ক্ষেত্রে আদালত আরও একটা সুযোগ দিতে চায়।' এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও এডিজি সিআইডি-কে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। শুক্রবার মুখ্যসচিবের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি মান্থা বলেন, 'চিফ সেক্রেটারি অনলাইনে আসারও প্রয়োজন বোধ করলেন না! হাজিরা থেকে ওঁদের এখনও আদালত অব্যাহতি দেয়নি। এমনকী ওঁরা সশরীরে হাজিরা থেকে অব্যাহতি চেয়ে কোনও আবেদনও করেননি।'

প্রসঙ্গত, উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটে শিক্ষকের দাবিতে আন্দোলন চলাকালীন গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যু হয়।

রাজ্যের মর্যাদা ফেরত পাবে কাশ্মীর, উধমপুরে দাঁড়িয়ে বার্তা মোদির

উধমপুর, ১২ এপ্রিল: কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন আর বেশি দেরি নেই। রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাওয়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। শুক্রবার জম্মুর উধমপুরের একটি সভায় গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কংগ্রেসকে তোপ দেগে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, ক্ষমতার লোভে ৩৭০ ধারা প্রাচীর তৈরি করে রেখেছিল তারা।

২০১৯ সালের ৫ অগস্ট কাশ্মীরের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা খর্ব করার পাশাপাশি উপত্যকার পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদাও কেড়ে নেওয়া হয়। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে নিয়ে দুটি আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা হয়। ৩৭০ ধারা বাতিলকে আইনি প্রক্রিয়া বলে রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। তবে শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দেয়, দ্রুত পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে কাশ্মীরকে। চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সেরাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়।

ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান, লোকসভা নির্বাচন মিটলেই কাশ্মীরে ভোটের তোড়জোড় শুরু হবে। এদিন মোদির বক্তব্যে নির্বাচনে কার্যত সিলমোহর পড়ল বলেই মনে করছেন অনেকে। উধমপুরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মোদি অনেক দূর পর্যন্ত ভাবে। কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন হতে আর বেশি দেরি নেই।

৩৫০ কোটি হাওয়ালার মাধ্যমে দুবাইয়ে পাচার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতির মামলার কালো টাকা সাদা করতে বিদেশে যে পাচার করা হত, সে তথ্য আগেই দিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে ইডির দাবি, গত ২০১৪-১৫ সাল থেকে মোট ৩৫০ কোটি টাকা দুবাই পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশ হয়ে হাওয়ালার মাধ্যমে বিপুল টাকা পাচার করা হয় বলেই অভিযোগ।

শুক্রবার তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দিল ইডি। ওই চার্জশিটে ইডির দাবি, ২০১৪-১৫ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ৩৫০ কোটি টাকা দুবাইতে পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশ হয়ে হাওয়ালার মাধ্যমে টাকা পাচার করা হয়েছে বলেই দাবি।

পুর নির্বাচন না হওয়াই ইস্যু হাওড়ায়

শুভাশিস বিশ্বাস

অবাঙালি অধ্যুষিত হাওড়া লোকসভা একসময় কংগ্রেস গড় হিসেবে পরিচিতি পেলেও তা সময়ের সঙ্গে ক্ষমতা বদলে পরিণত হয় সিপিএমের শক্ত ঘাঁটিতে। আবার সেই বাম ঘাঁটিতেই থাবা বসায় তৃণমূল। প্রসঙ্গত, আশি এবং নব্বইয়ের দশকে দু'বার এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হন কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। মাঝে ১৯৯৮-এ তৃণমূলের দখলে যায় হাওড়া। তবে এই জয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৯৯-এ ফের হাওড়ার দখল নেয় সিপিএম। ২০০৪-পর্যন্ত এই জয় ধরে রেখেছিলেন তাঁরা। তবে ২০০৯ থেকে ২০১৩-এর উপনির্বাচন -সহ টানা চারটি লোকসভা নির্বাচনে হাওড়ার মানুষ দু'হাত ভরে ভোট দিয়েছে তৃণমূলকে। অর্থাৎ, সামগ্রিক ভাবে হাওড়ার রাজনৈতিক চরিত্র বদলাতে দেখা গেছে ক্ষণেক্ষণে। গঠনের দিক থেকে এই লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভা আসনই হাওড়া জেলার। যার মধ্যে রয়েছে বালি, হাওড়া উত্তর, হাওড়া মধ্য, শিবপুর, হাওড়া দক্ষিণ, সাঁকরাইল এবং পাঁচলা। কলকাতার খুব কাছে এই লোকসভা কেন্দ্রে বাস বিভিন্ন জাতির মানুষের। যার মধ্যে বৌদ্ধ রয়েছেন ০.০৩ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.১৮ শতাংশ, জৈন ০.২ শতাংশ, শিখ ০.০৯ শতাংশ, মুসলিম ২৬.২১ শতাংশ। এই কেন্দ্রে তপসিলি জাতির উপস্থিতি ১৪.৮ শতাংশ এবং তপসিলি উপজাতি ০.০৩ শতাংশ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, হাওড়ায় অবাঙালি ভোটার রয়েছেন প্রায় ২৫ শতাংশ।

-বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৫/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Sunil Kumar Nandi S/o. Netai Lal Nandi ও Sunil Kr. Nandy S/o. Lt. N. L. Nandy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৯/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Aritra Pal ও Aritra Paul, আমার পিতা Goutam Pal ও Goutam Paul ও আমার মাতা Pratima Pal ও Pratima Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৩/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ১২৪৮ নং এফিডেভিট বলে Shyam Sundar Basu S/o. Swapan Basu ও S. S. Basu S/o. Sh Swapan Basu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে Swapan Kumar Ghoshal S/o. Pankaj Kumar Ghoshal ও Swapan Kr. Ghoshal S/o. Lt. P. Kr. Ghoshal, Late Pankaj Kumar Ghoshal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৪/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Ghosh (Old Name) S/o. Saroj Kumar Ghosh R/o. 2 No. Farm Side Road, Chinsurah R.S., Chinsurah, Hooghly-712102, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Pradip Kumar Ghosh (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Pradip Ghosh ও Pradip Kumar Ghosh S/o. Saroj Kumar Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার স্ত্রী Sima Ghosh.

নাম-পদবী

গত ১২/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Kamal Kumar Sil S/o. Bimal Kumar Sil (old name) R/o. Vivekananda Road, Karbala More, Hooghly, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Kamal Sil S/o. Bimal Sil (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Kamal Kumar Sil S/o. Bimal Kumar Sil ও Kamal Sil S/o. Bimal Sil উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I RAJ KUMAR SHARMA S/O MANGILAL SHARMA OF 89/3/E, BANGUR PARK 1ST LANE, RISHRA, HOOGHLY, CHANGE MY NAME AS RAJ SHARMA S/O MANGILAL SHARMA BY VIRTUE OF AFFIDAVIT (NO 3479) BEFORE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT SERAMPORE COURT, HOOGHLY ON 05/04/2024 FOR ALL FUTURE PURPOSE.

Change of Name

I, **SUKHJINDER KAUR** W/o **GURDEEP SINGH SEKHON,** resident at- 41A, Rabindrapally, Ward No.-02, P.O- Inda-721305 , P.S- Kharagpur (T), Dist- Paschim Medinipur, WB, have changed my name from **SUKHJINDER KAUR SEKHON @ SUKH JINDER KAUR** to **SUKHJINDER KAUR** vide affidavit No.– 8121/29, dated 10/04/2024 In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) Medinipur. That **SUKHJINDER KAUR, SUKH JINDER KAUR & SUKHJINDER KAUR SEKHON** all the three names of me are same & identical person.

CHANGE OF NAME

I Prakriti Singhania daughter of Vishnu Kumar Singhania hereby declare in the Court of the First Class Magistrate at Kolkata on 3/04/2024 that Priyanshi Singhania henceforth be known as Prakriti Singhania. All the documents issued in favour of Priyanshi Singhania will be changed to Prakriti Singhania.

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

লিখিতং, তাপস কুমার ঘোষ, পিতা- কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ, সাং- মদনপুর পশ্চিমপাড়া, পোঃ- মদনপুর, থানাঃ- চাকদহ, জেলাঃ- নদীয়া, বিগত ০১/০৯/২০২৩ ইং তারিখে কল্যাণী সাবরেজিষ্ট্রারী অফিসে, ১ নং বহির, ১৩০৩-২০২৩ নং সি. ডি. ভল্যুমের ৭০৯২৫ নং পাতা হইতে ৭০৯৩৫ নং পাতায় নকলকৃত ৪০৮৬ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার দলিল মূলে যথাক্রমে ১) সুবীর দাস ২) সুশান্ত কর্মকার, ৩) দিপঙ্কর দে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশীল, জেলাঃ- নদীয়া, থানাঃ চাকদহ অর্ন্তগত ৯৯ নং তেঘরী মৌজার, এল. আর. খতিয়ান নং ৬২২, আর. এস. ও এল. আর ২৪৯ নং দাগের ১৲ আনায় ১৫৪ শতক জমির মধ্যে আমমোক্তার কৃত জমির পরিমান ৫৪ শতক।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন ১ মাসের মধ্যে।

সুবীর দাস,
পিতা- মৃত- পরেশ চন্দ্র দাস,
সাংঃ- তেঘরী, পোঃ- মদনপুর,
থানাঃ- চাকদহ, জেলাঃ- নদীয়া,
পিন-৭৪১২৪৫

(সমর শীল)
অ্যাডভোকেট, কল্যানী কোর্ট
এনরোলমেন্ট নং- WB/94/2000

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী, সদর-চুঁচুড়াস্থিত ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৫৬/২০১৯

শ্রী সুকুমার সুর, পিতা-স্বর্গীয় মধুসূদন সুর, সাং- দুর্গাপুর, পোঃ- ভাস্তাড়া, থানা- গুড়াপ, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৩০৩। ... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী অধুনামৃত মধুসূদন সুর, পিতা- স্বর্গীয় সুশীল কুমার সুর, সাং- দুর্গাপুর, পোঃ- ভাস্তাড়া, থানা- গুড়াপ, জেলা-হুগলী পিন-৭১২৩০৩ দ্বারা ডি.এস.আর. ১ হুগলী অফিসে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি লইয়া সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত ২০১৯ সালের ০৬০১০০০২৩ নং উইল বা চরম ইচ্ছা পত্রটির প্রবেট প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে উক্ত আদালতে ২০১৯ সালে ৫৬ নং এ্যাক্ট ৩৯ কেসের একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছে।

যদি উক্ত মধুসূদন সুর মহাশয়ের কেহ উত্তরাধিকারী বা তাহার উক্ত উইলটির বা উক্ত উইলের লিখিত সম্পত্তির প্রতি অধিকারী থাকে বা কেহ আপত্তি দাখিল করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তিনি স্বয়ং বা উকিল দ্বারা উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন নচেৎ আইন মোতাবেক পরবর্তী শুনানী ও আদেশ হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা ও ডি.এস.আর হুগলী, থানা- গুড়াপ, এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া, জে.এল নং ১৬৬, মৌজা- দুর্গাপুর, খতিয়ান নং- ৩১১, দাগ নং- ১২৪৪, ১৪২৯, ১৩৭৬, ১১৯৮, ১৪১৯, ১২৯১, ১৩০৫, ৩৫৪, ১৪৪২, ১৪৪১, ১১৬২, ১১৯৫, ১২০৯, ১২২৮, ১২৩১, ১২৩২, ১২৩৪, ১২৪৪, ১২৯০, ১৩১০, ১৩৬৫, ১৩৯৬, ১৪৩৮, ১৪৪৩, ১৫২৭ ও ১৫২৮।

ইতি -
দরখাস্তকারীর পক্ষে
RAJESH KUMAR MONDAL
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত,
চুঁচুড়া, হুগলী,

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ এপ্রিল, ৩০শে চৈত্র। চৈত্র দুর্গা পনঞ্চমী তিথি, জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র'র ও বিংশোত্তরী রাহুর মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : চিকিৎসা, যন্ত্রসহ বাণ্যিজে যারা রয়েছেন, অর্থ প্রাপ্তি। প্রসাসনিক কর্মে খ্যাতিবৃদ্ধি। স্বজনের বিবাহকে কেন্দ্র করে-বৃথা তর্ক থেকে সতর্কতা। লাল জবাপুষ্প শক্তি-কালি দেবীকে অর্পনে শুভ।

বৃষ রাশি : স্নেহ-মায়া-মমতার প্রভাবে-হঠাৎ সমালোচিত হলেও, দুঃখপ্রাপ্তি থাকলেও, কোন স্বজনের ফোন কলে শান্তি। নিত্য ভগবান শিবের ধ্যানে শান্তি।

মিথুন রাশি : উদারতা পর দুঃখকাতরতার সুযোগে নিজ পছন্দের কোন প্রিয়জন ছলনা করবে, সতর্ক থাকা শুভ। তৃতীয় সম্পর্ক দ্বারা কবট বৃদ্ধি। গণেশ ভগবানকে দূর্বা দিলে শান্তি।

কর্কট রাশি : দাম্পত্যে কিছু মনোমালিন্য আছে। তবে সন্ধের পর গৃহস্থিতি অতীব শুভ। সম্পর্ক, ভূমি, সম্পত্তি, চিকিৎসা থেকে লাভ প্রাপ্তি। সন্তানের থেকে সম্মান প্রাপ্তি। দূর্বা সহ গণেশ ভগবানের স্তবে শান্তি।

সিংহ রাশি : উদ্দীপনি শক্তি, সাহসিকতা, অন্যকে প্রভাবিত করার এক অন্তঃ মনন শক্তি জাগরিত হবে-আজ। ধনবৃদ্ধি, বাণ্যিজ বৃদ্ধি ও বিদ্যায় অতীব শুভ। ভগবান শিব-কে রুদ্রাক্ষ দ্বারা স্নানে অতীব সাফল্য।

কন্যা রাশি : কোন বিষয় আজ কথা বলতে হলে সতর্ক থাকতে হবে। কথা বলতে বলতে কোন গোপনীয় কথা, প্রকাশ্যে আসবে-তা থেকে পরে দুঃখপ্রাপ্তি যোগ-সতর্কতা শিল্পী কলাকুশলীদের বিশেষ সতর্কতা। সবুজ বিল্বপত্র ভগবান শিব-কে অর্পনে সাফল্য।

তুলা রাশি : মায়ের কোন মন্দির মানষিক ছিল পুজো দেওয়া হয় নি। প্রবীন জাতিকাদের মাতৃ অংগ বা গুপ্ত অংগের পীড়া বৃদ্ধি। সত্য ও স্পষ্ট কথা বলার কারনে হঠাৎ আজ বিরুপ সমালোচনা হবে- সতর্কতা। গৃহে পারদ শিবলিঙ্গ পূজনে অর্থ বৃদ্ধি।

বৃশ্চিক রাশি : আয়কর, বিক্রয় কর, সঞ্চয় সংগঠনের কাগজ কোন সমস্য তৈরী করবে। স্বজন বান্ধবের যে সহযোগীতা পাওয়ার কথা ছিল, তা বাধাপ্রাপ্ত। প্রতিদিন গৃহ রাজ শনিদেবের মন্ত্র দ্বারা সাফল্য।

ধনু রাশি : গতকালের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে।পরকে আপন করে ঠকে যেতে পারেন। ভালবাসুন, তবে সঠিক মানুষকে। তিনজন ছলনাময়ী নারী ও পুরুষ থেকে সতর্কতা। বিদ্যাযোগে বাধাপ্রাপ্ত দূর্গা মন্ত্রে সাফল্য।

মকর রাশি : রাশিকেন ভাববেন এতো? দেবদেবীর নামে দান প্রদান করুন। নৈরাশ্য বৃধি হলেও, সম্মান প্রাপ্তি। একা একা পথ চলতে হবে, স্বজনের সহযোগিতা আজ একদমই থাকবে না। শনিদেবের পূজাতে সব সাফল্য।

কুম্ভ রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে শান্তির বাতাবরণ নষ্ট হবে। সামান্য কারনে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ার জন্যে সম্পর্ক নষ্ট। বান্ধব প্রিয় অবস্থান থাকলেও আজ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে। বিশেষ সতর্কতা সই করার আগে একবার পড়ে নেওয়া ভাল।

মীন রাশি : পরিবারের প্রবীণ সদস্যের শরীর ব্যাধি পীড়া কষ্ট মুক্তি।ব্যাঙ্ক, প্রকাশনা, ট্রান্সপোর্ট, আমদানি-রপ্তানি কর্মের কর্মচারীদের অতীব শুভ দিন। বিশেষ কোন সম্মান প্রাপ্তি। অর্থ প্রাপ্তি। ধৈর্য্য ধরলে বিশেষ উপকৃত প্রতিদিন পারদ শিব লিঙ্গ পূজনে অর্থ বৃদ্ধি।

(আজ চৈত্র বাসন্তী শ্রীশ্রী দুর্গা পঞ্চমী তিথি)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইরান হামলা চালাতে পারে ইজরায়েলে

ভারতীয়দের ইজরায়েল ও ইরানে না যাওয়ার পরামর্শ দিল্লির

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল: ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ইজরায়েলে হামলা চালাতে পারে ইরান, আমেরিকার গোয়েন্দা সূত্রে এমনই দাবি করা হয়েছে। সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই এ বার নড়েচড়ে বসল ভারত সরকার। শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতি জারি করে ভারতীয়দের ইরান এবং ইজরায়েলে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইরান-ইজরায়েলে ভারতীয়দের যেতে নিষেধ করার পাশাপাশি ওই দুই দেশে থাকা ভারতীয়দেরও সতর্ক করেছে বিদেশ মন্ত্রক। বলা হয়েছে, ইজরায়েল এবং ইরানে বসবাসরত ভারতীয় অবিলম্বে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। সেই সঙ্গে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতেও বলা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ইজরায়েল এবং ইরানে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ভারত সরকার। তাঁদের সতর্কতা অবলম্বন করতে পরামর্শ দিয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকার।

শুক্রবার ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল আমেরিকার এক উচ্চপদস্থ গোয়েন্দাকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, ইজরায়েলে হামলা চালাতে পারে ইরান। উত্তর এবং দক্ষিণ ইজরায়েলে আক্রমণ করতে পারে তেহরান। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই এই হামলার ঘটনা ঘটতে পারে বলে খবর ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল সূত্রে। সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানির মতো দেশগুলি তাঁদের নাগরিকদের সতর্ক করেছে। এ বার ভারত সরকারও সেই একই পথে হাঁটল।

প্রথম দফার ভোটে তিন জেলায় ৪২৮টি মহিলা পরিচালিত বুথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ১৯ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফায় নির্বাচন হবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে । এই তিন জেলায় মোট ৪২৮ টি মহিলা পরিচালিত বুথ থাকছে। যেখানে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন মহিলা ভোট কর্মীরা। প্রথম দফায় আলিপুরদুয়ারে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মহিলা পরিচালিত বুথ থাকছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। ওই জেলায় মোট ২৩০ টি মহিলা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকছে। জলপাইগুড়িতে ওই সংখ্যা ১৩৮। কোচবিহারে ৬০ টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন মহিলারা।

অন্যদিকে, সব জেলা মিলিয়ে এরাজ্যে মহিলা পরিচালিত বুথের সংখ্যা হতে চলেছে ৬ হাজার ২৪৬ টি। এর মধ্যে ডায়মন্ড হারবার এবং কলকাতার দক্ষিণ সংসদীয় কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বুথ রয়েছে। এই দুটি কেন্দ্রেই ৪২২ করে বুথ রয়েছে যেগুলি সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হবে। মূলত, ভোটারদের বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের বুথমুখী করতে নির্বাচন কমিশন লোকসভা নির্বাচনে এই ব্যবস্থা করে থাকে। তবে এই বুথে মহিলা এবং পুরুষ উভয়েই ভোট দিতে আসতে পারবেন।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে যে, স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে মহিলা পরিচালিত বুথ নাও তৈরি করা হতে পারে। কারণ ভোটের দিন কোনও সমস্যার সৃষ্টি হলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। তবে কমিশনের পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণ ভোট করার সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই বুথগুলিতে মহিলা ভোটকর্মীর থেকে শুরু করে মহিলা প্রিসাইডিং অফিসার-সহ সবটাই পরিচালিত হবে মহিলাদের দ্বারা। প্রসঙ্গত, রাজ্যে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ছিল পিংক বুথ। এই বুথগুলি ছিল সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। মহিলা পরিচালিত এই বুথগুলিকে গোলাপী রংয়ের থিমে সাজানো হয়েছিল বলে বুথগুলির নম দেওয়া হয়েছিল পিংক বুথ। সেবারই প্রথমবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বুথ করা হয়।

দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল প্রার্থী মালা রায়ের সমর্থনে কার্টুন। আশুতোষ মুখার্জি রোডে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

চলন্ত ট্রেনে যাত্রীদের ওঠানামা থেকে বিরত থাকার জন্য, জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের ছবিকে প্রচারের কাজে লাগালো পূর্ব রেল।

সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিলেন ভাটপাড়ার তৃণমূল নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুরর: ভাটপাড়ায় তৃণমূলের বড়সড় ভাঙন। সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিলেন তৃণমূল নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে। ভাটপাড়া ছাড়িয়ে তাঁর সেবামূলক কাজের নজির আছে। শুক্রবার বিকেলে নৈহাটির দলীয় কার্যালয় সিং ভবনে অনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রিয়াঙ্গু পান্ডে। তাঁর হাতে পদ্ম পতাকা তুলে দিলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী। এদিন আমডাঙা বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএমের অনেক সংখ্যালঘু কর্মী বিজেপিতে যোগ দিলেন। বিজেপিতে যোগ দিয়ে প্রিয়াঙ্গু পান্ডে দাবি করেন, তার জ্যোতি ফাউন্ডেশনের ব্যানারে সাধারণ মানুষের কাজ করতে গিয়ে তৃণমূল নেতাদের দ্বারা বাধা পেতে হচ্ছিল। তাই তৃণমূল ছেড়ে তিনি বিজেপিতে যোগ দিলেন। নাম না করে তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিককে কাঠিবাজ আখ্যা দিলেন প্রিয়াঙ্গু পান্ডে। এদিন তাঁর স্লোগান ছিল, 'সরবে জঙ্গলরাজ। হারবে কাঠিবাজ।' তৃণমূল প্রার্থীকে আক্রমণ শানিয়ে প্রিয়াঙ্গু বলেন, ব্যারাকপুরের মানুষ এবার বড় শেখ শাহজাহানকে বান্ডিল করে প্যাভিলিয়নে পাঠাবে। এক লক্ষের বেশি ব্যবধানে দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিং জিতবেন বলে তিনি আশাবাদী। অপরদিকে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, আগামীদিনে আরও চমক অপেক্ষা করছে। এটা তো শুধু ট্রেলার। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে, তৃণমূলের ভাঙন ততই চওড়া হবে।

পঞ্চায়েতের কাজে এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার স্মার্ট পঞ্চায়েতের পর এবার পঞ্চায়েতের কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া থেকে শুরু করে বাড়ির প্ল্যানের ছাড়পত্র;সবই দেওয়া হচ্ছে অনলাইনে। রাজ্য সরকারের 'স্মার্ট পঞ্চায়েত' প্রকল্পের মাধ্যমে এসব ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আরও উন্নত পরিষেবা নিশ্চিত করতে নির্বাচন ঘোষণার আগেই স্মার্ট পঞ্চায়েত ২.০-শুরুর ঘোষণা করেছে রাজ্য। এই ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে প্রাধান্য দিয়েই পঞ্চায়েত দপ্তর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সাজাচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

গত ৫ এপ্রিল বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণে 'স্মার্ট পঞ্চায়েত-২.০' নিয়ে প্রশাসনিক স্তরের একটি আলোচনা সভা হয়। পঞ্চায়েত সচিব পি উলগানাথনের নেতৃত্বে ওই বৈঠকে গ্রামোন্নয়নের কাজ করার ক্ষেত্রে এআইয়ের ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকের পাশাপাশি সাইবার সিকিউরিটি, ডিজিটাল পেমেন্ট, এআই নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞরা যোগ দিয়েছিলেন সেই বৈঠকে।

প্রসঙ্গত, বিগত দু'বছরে পঞ্চায়েত দপ্তর একাধিক অনলাইন পরিষেবা চালু করেছে। শূন্যপদ পুরণের জন্য যে পদক্ষেপ করা হয়েছে, তার জন্যও একটি পৃথক পোর্টাল চালু হয়েছে। প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দপ্তরের কর্মী-আধিকারিকদের প্রতিদিনের হাজিরাও অ্যাপ বা অনলাইনের মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। রাজ্যের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বর্তমানে অনলাইনের মাধ্যমে অনেকটা কাজ হওয়ায় রাজ্যের হাতে প্রচুর তথ্য আসছে। এই সমস্ত তথ্য হাতে থাকলে আরও ভালো করে এআই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইদ উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির 'সুফি সুপার সোসাইটি'র তরফে ইদের খুশি সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে সংগঠনটি এলাকার তিনটি হসপিটাল (জাঙ্গিপাড়া রুরাল হসপিটাল, উদয়নারায়ণপুর স্টেট হসপিটাল এবং জগৎবলভপুর হাসপাতালে) প্রায় আড়াই শতাধিক বেশি রোগীদের হাতে 'ইদ উপহার' হিসাবে খাদ্য তুলে দিল। জঙ্গল সুফি, সাতগড়া, জাঙ্গীপাড়া, হুগলি সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন তানবির জামান, মোকতাদেরুল মল্লিক, আফ্রিদি, শেখ নজরুল সহ সমস্ত সদস্যবৃন্দ।

পুর নির্বাচন না হওয়াই ইস্যু হাওড়ায়

প্রথম পাতার পর...

হাওড়ার রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ১৯৫১ সালে হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রটি তৈরির পর ১৯৫২ সালে এই কেন্দ্রের সাংসদ হন কংগ্রেসের সন্তোষ কুমার দত্ত। এরপর ১৯৫৭ এবং ১৯৬২- তে জয়ী হন সিপিএমের মহম্মদ ইলিয়াস। ১৯৬৭-তে জেতেন কংগ্রেসের প্রার্থী কে কে চট্টোপাধ্যায়। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত পরপর তিনবার জয় পান সিপিএমের সমর মুখোপাধ্যায়। ১৯৮৪-তে ফের বামেদের হাত থেকে হাওড়া কেন্দ্রটি ছিনিয়ে নেন কংগ্রেসের প্রবাদপ্রতিম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। এরপর ১৯৮৯-এ হাওড়ার দখল নেয় বামেরা। সাংসদ হন সুশান্ত চক্রবর্তী। ফের প্রিয়রঞ্জনের হাত ধরে ১৯৯৬-এ হাওড়ায় জয় পায় কংগ্রেস। এরপর ১৯৯৮-এ বিক্রম সরকারের হাত ধরে হাওড়ায় প্রথম জয় পায় তৃণমূল কংগ্রেস। তবে ১৯৯৯-এ হাওড়ার দখল নেয় বামেরা।

এরপর ২০০৯ সাল থেকে এই আসনটি পাকাপাকি ভাবে দখল করে তৃণমূল। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে এই কেন্দ্রে জয়ী হন অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তিনি প্রয়াত হওয়ায় ২০১৩ সালে এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়। প্রাক্তন ফুটবলার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করে ঘাসফুল শিবির। নির্বাচনে জয়ীও হন তিনি। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে তাঁকেই প্রার্থী করে তৃণমূল। সিপিএমের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন শ্রীদীপ ভট্টাচার্য। বিজেপির থেকে প্রার্থী হন অভিনেতা জর্জ বেকার। জর্জ বেকারকে হেলায় উড়িয়ে প্রায় ২ লক্ষ ভোটে জেতেন প্রসূন। প্রসূন পান ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪৬১ ভোট। দ্বিতীয় স্থানে থাকা শ্রীদীপ ভট্টাচার্য পান ২ লক্ষ ৯১ হাজার ৫০৫ ভোট। আর তৃতীয় স্থানে থাকা জর্জ বেকার পান ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ১২০ ভোট। এরপর ২০১৯ সালেও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করে তৃণমূল। অন্যদিকে, বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত। ২০১৯-এও প্রসূন জয়ী হলেও কমে ব্যবধান। সেবারে প্রসূন পান ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭১১ ভোট আর রন্তিদেবের ঝুলিতে যায় ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ১৬ ভোট। ১ লক্ষ ৩ হাজার ৬৯৫ ভোটে জেতেন প্রসূন। তবে এখানেও একটা পরিসংখ্যানের দিকে নজর রাখা জরুরি। ২০১৯-এ চমকপ্রদ এক উত্থান হয়েছে বিজেপির। পাশাপাশি, প্রসূনের প্রাপ্ত ভোটও কিন্তু বেড়েছে। অন্যদিকে, হাওড়া লোকসভায় ক্ষীণ হয়েছে বামেদের অস্তিত্ব। ২০১৪-তেও যেখানে বামেদের শতকরা ভোট ছিল ২৩.৮৫, তা ২০১৯-এ গিয়ে দাঁড়ায় ৮.৬৪ শতাংশে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূলের এই জয়ের ধারা অব্যাহত হাওড়া লোকসভার সাতটি বিধানসভাতেই।

২০২৪-এও এই আসনে বিদায়ী সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল। সিপিএম প্রার্থী করেছে সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়কে। অন্যদিকে, বিজেপির হয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছেন রথীন চক্রবর্তী। এদিকে, প্রসূনকে টিকিট দেওয়ার বিরোধিতা করে সরব হতে দেখা গিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে সে বিরোধিতা এখন ইতিহাস। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে হাওড়ায় নিঃসন্দেহে বিরোধীদের ব্রহ্মাস্ত্র পুরভোট ইস্যু। কারণ, গত ছ'বছর ধরে নির্বাচন বকেয়া হাওড়া পুরসভায়। এদিকে এই পুরভোট না হওয়ার পিছনে তাঁরা আঙুল তুলছে শাসকদলের দিকেই। আর এখানেই বিরোধীদের দাবি, হাওড়ায় পুর পরিষেবা কার্যত তলানিতে ঠেকেছে। এদিকে, তৃণমূলের বক্তব্য, বিজেপির জন্যই পুরসভার নির্বাচন আটকে রয়েছে। বিজেপি নেতাদের নির্দেশেই রাজ্যপালেরা বালি পুরসভা সংক্রান্ত বিলে সই না করায় পুরনির্বাচন করা যায়নি।

এদিকে সংখ্যালঘু ভোট যে একটা বড় ফ্যাক্টর হাওড়া লোকসভায়, তা বোঝা গেছে ইদের দিন। এদিন ভোট প্রচারের কাজে যেমন সক্রিয় ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক তেমনই জনসংযোগ বাড়াতে পথে নামতে দেখা যায় তাঁরই প্রতিদ্বন্দী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়কেও। এদিন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় সাদা পায়জামা-পঞ্জাবি ও কালো ফেজ টুপিতে প্রচার পর্ব সারেন সব্যসাচী। যা দেখে হাওড়ার বাসিন্দাদের অনেকেরই বক্তব্য, বামেদের চিরাচরিত প্রথা ভেঙে ধর্মের সঙ্গে এবার রাজনীতিকে জড়িয়ে দিলেন তিনি। তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনী লড়াইয়ে হাওড়ার ফল নিয়ে নিশ্চিত নন কেউই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ তৃণমূলকে এগিয়ে রাখলেও একইসঙ্গে তাঁরা এও জানান, ২০২৪-এ প্রসূন জিতলেও জয়ের ব্যবধান খুব বেশি হবে না। সঙ্গে তাঁরা এও জানান, বাম প্রার্থী সংখ্যালঘুদের ভোট ব্যাংকে থাবা বসাতে পারলে অবাঙালি অধ্যুষিত হাওড়ায় অ্যাডভ্যান্টেজে বিজেপি-ই।

জন্মদিনে শহরে ফিরলেন সুচিত্রা সেন সামিল মুনমুন-রিয়া সহ অনেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিনি মহানায়িকা। তাঁর জীবন তিনি নিজের মতো করে সাজিয়েছিলেন। ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে খুবই খুঁতখুঁতে ছিলেন। বিপরীতে উত্তম কুমারই হোন বা সঞ্জীব কুমার, অশোক কুমার হোন বা দেব আনন্দ বা দিলীপ কুমার, তিনি নিপুণ দক্ষতায় তাঁর চরিত্রগুলোকে আরো বেশি করে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। অসামান্য ব্যক্তিত্ব, ফিরিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের দেবী চৌধুরানী এর অফার। নিজের নীতিতে কোনো আপস না করে কাজ করে গেছেন, নিজের ইচ্ছাতেই আড়ালে চলে যান। আমৃত্যু বাইরের আর কারোর সামনে আসেননি এ হেন কিংবদন্তী অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন। ৬ এপ্রিল তাঁর জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে শহর কলকাতার এই আইসিসিআর এর অবনীন্দ্রনাথ গ্যালারিতে শুরু হল এক বিশেষ প্রদর্শনী 'সুচিত্রা'। চলবে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত। এক ঘর ভরা সুচিত্রা সেনের অভিনীত ছবির অরিজিনাল পোস্টার, বুকলেট, সঙস বুক, বিজ্ঞাপন, একমাত্র গাওয়া গানের রেকর্ড, ম্যাগাজিন কভার, বই এত কিছু রয়েছে এই প্রর্দশনীতে। আয়োজক কলকাতার পোস্টার বয় হিসেবে পরিচিত বিশিষ্ট ভিনটেজ ফিল্ম পোস্টার ও ফিল্ম পাবলিসিটি মেটেরিয়াল কালেক্টর সুদীপ্ত চন্দ। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মুনমুন সেন, রিয়া সেন, রূপক সাহা, কর্ণধার, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স, সুরজিৎ কালা, বিশিষ্ট অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সিধু, বিশিষ্ট সাংবাদিক - লেখিকা সোমা এ চ্যাটার্জি, সৌম্য দাশগুপ্ত, ঋদ্ধি বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৩ এপ্রিল ২০২৪ ৩০ চৈত্র ১৪৩০ শনিবার

এফআইআর হতেই ফুঁসে উঠলেন তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য

এই মামলায় কোনও যোগই নেই বলে দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এফআইআর হতেই ফুঁসে উঠলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। জানালেন, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর দূর-দূরান্তে কোনও যোগাযোগই নেই।

প্রসঙ্গত, পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে এফআইআর করেছে রাজ্য। তাতে নাম রয়েছে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। রয়েছে ঘাসফুল শিবিরের আরও একাধিক তাবড় তাবড় নেতাদের নাম। নাম রয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যেরও। নাম আছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ হাবড়ার তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা বুবাই বোসেরও। এই খবর সামনে আসতেই শোরগোল শুরু হয়েছে বঙ্গ রানজীতিতে। এদিকে পাহাড়ে দুর্নীতির ঘটনায় যে অভিযোগ উঠেছে তা অস্বীকার করেন তৃণাঙ্কুর। এই প্রসঙ্গে তাঁর সাফাই, 'বিজেপি

বোধহয় ভয় পেয়েছে। বরাবরই নির্বাচন আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বদের উপর এ ধরনের অভিযোগ লাগিয়ে তাঁদের আটাকানোর চেষ্টা করে। এরকম কোনও কিছুর সঙ্গে আমি যুক্ত নই।' সঙ্গে এও জানান, 'যাঁরা আমাকে বদনাম করার চেষ্টা করছে, ফাঁসানোর চেষ্টা করছে তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হবে না। কারণ এই কেসের সঙ্গে আমার দূর-দূরান্তেও কোনও সম্পর্ক নেই। কারও সঙ্গে পরিচয়ও হয়নি। তদন্ত হোক। তদন্তে হলে পূর্ণ সহযোগিতা করব। কিন্তু বিরোধীরা যতই চক্রান্ত করুক সত্যি ঠিকই সামনে আসবে।'

তবে এই প্রসঙ্গে বাম নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য শাসদকদল এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতাকে বিদ্ধ করে জানান, 'রাজ্য সরকার এটা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে করেনি। আদালতের নির্দেশে বাধ্য হয়ে করেছে। চাপে পড়ে কমিটি তৈরি হয়েছিল। তাঁরা তিন চারজনের নাম পেয়েছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয় গত ফেব্রুয়ারি মাসে।'

প্রসঙ্গত পাহাড়ের শিক্ষাঙ্গণে দুর্নীতির অভিযোগে একটি চিঠি সামনে আসে। সেই বেনামি চিঠি ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল শিক্ষা মহলের অন্দরে। ওই চিঠির ভিত্তিতেই অভিযোগ দায়ের করেন স্কুল শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি। বিধাননগর উত্তর থানায় দায়ের হয় এই এফআইআর। সেই এফআইআরে প্রথমবার রাজ্য সরকারকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করতে দেখা যায়।

বিজেপি কর্মীকে বেদম প্রহার ভাটপাড়ায়

একদিনের মধ্যে লুম্পেনদের বাংলা ছাড়া করার হুঁশিয়ারি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে পতাকা ব্যানার লাগানোয় শুক্রবার বিজেপিকে কর্মীকে বেদম প্রহার করার অভিযোগ উঠল ভাটপাড়ায়। অভিযোগের তির তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকেই। ভাটপাড়া পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রিলায়েন্স জুটমিলের চার নম্বর লাইনের ঘটনা। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী পেশায় জুটমিল শ্রমিক সুরেশ দাসকে (৪২) ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে কল্যাণীর এইমাসে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সুরেশ দাস জানান, বুধবার রাতে তিনি ভাটপাড়া মোড়ে দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে পতাকা ও ব্যানার লাগাচ্ছিলেন। সেইসময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী সানি বর্মা দলবল নিয়ে এসে ব্যানার লাগাতে নিষেধ করে। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা হয়। সুরেশ বাবুর অভিযোগ, বচসা চলাকালীন সানি তাঁকে সপাটে চড় মারে। এমনকী তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি ভাটপাড়া থানায় সানি ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ। আক্রান্তের আরও অভিযোগ, এদিন দুপুরে তাঁকে জুটমিল লাইনের একটি পরিত্যক্ত ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওরা লোহার রড, বাঁশ ও পেয়ারা গাছের ডাল

দিয়ে এলোপাথাড়ি পেটায়। ঘটনার পর নির্বাচন কমিশনের লোকজন তদন্তে হাসপাতালে এলে তাঁদের ঘিরে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন বিজেপি কর্মীরা। এদিকে আক্রান্ত দলীয় কর্মীকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে আসেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, দু'দিন আগেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী সানি বর্মা ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে ভাটপাড়া থানায় এবং নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় স্তরে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না। নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। মারধরের ঘটনা নিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূল ভাটপাড়ায় মারধরের খেলা শুরু করেছে। পুলিশকে বলব, এই খেলা বন্ধ করতে। তাঁর দাবি, কিছু লুম্পেনদের কাজে লাগিয়ে তৃণমূল ভাবছে ভাটপাড়ায় ভোট জিতে নেবে। সেটা কখনই হবে না। তাঁর হুঁশিয়ারি, একদিনের মধ্যে লুম্পেনদের বাংলা ছাড়া করে দেওয়া হবে। বিজেপি প্রার্থী বলেন, নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু পদক্ষেপ না নিলে বুঝব নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। এবিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর অমিত গুপ্তা বলেন, ওটা রাজনৈতিক ঘটনা নয়। মহিলাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে স্থানীয়রা সুরেশ দাসকে মারধর করেছে। মহিলারা পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে।

মথুরাপুরের ওসিকে শোকজ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মথুরাপুরের তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার এবং তাঁর স্ত্রী তথা তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান শিলি হালদারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পেয়েও গত একমাসে এফআইআর দায়ের না করায় মথুরাপুর থানার ওসিকে শো-কজ করা হল কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে। এই প্রসঙ্গে শুক্রবার বিচারপতি সেনগুপ্ত পুলিশ প্রশাসনের কাছে জানতে চান, 'ভূপতিনগরের সময়ে অনুসন্ধান না করেই শুধু অভিযুক্তের স্ত্রীর বক্তব্যে এফআইআর নিলেন, আর এক্ষেত্রে গুরুতর অভিযোগ থাকার পরেও এফআইআর নয় কেন?' এর পাশাপাশি বিচারপতি সেনগুপ্ত এও স্পষ্ট করে দেন, ওসিকে ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে হবে, কেন এক মাসের উপরে এফআইআর না করে কেন অভিযোগ ফেলে রাখা হয়েছে তাও। এই প্রসঙ্গে এসপি সুন্দরবনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনওভাবে অভিযোগকারীদের নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সে বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে।

এদিকে শুক্রবার শুনানি চলাকালীন রাজ্যের বক্তব্য, 'অনুসন্ধান করা হচ্ছে। বিডিও দেখছেন গোটা বিষয়।' কিন্তু রাজ্যের বক্তব্য শোনা মাত্রই বিরক্ত হয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানতে

চান, 'হঠাৎ অনুসন্ধান কেন?' সঙ্গে এ প্রশ্নও করেন, এখানে আবার বিডিও আসছেন কোথা থেকে । পাশাপাশি এ প্রশ্নও করেন, কোর্ট কেন অর্ডার দেবে? কারণ, যেখানে প্রাথমিক ভাবে অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে আবার অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই বলেই মনে করেন বিচারপতি। এরই রেশ ধরে বিচারপতি এদিন এ প্রশ্নও করেন, 'আপনারা ভূপতিনগরে ক্ষেত্রে ধৃতের স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধান না করেই এফআইআর করে দিলেন। আর এখানে অভিযোগে যা রয়েছে, তাতে অভিযোগ জানানোর এক মাস পরেও এফআইআর করার মতো জায়গায় পৌঁছল না পুলিশ! এরপরই তিনি ওসিকে শোকজ করেন।

প্রসঙ্গত, আলোচনায় যে পঞ্চায়েত, মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে বিজেপির দখলে। আগে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন বাপি হালদার। পরে এই পঞ্চায়েত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। তখন প্রধান হন বাপির স্ত্রী শিলি। অভিযোগ, শিলি খাতায় কলমে প্রধান হলেও সব কিছু দেখভাল করতেন বাপিই। ২০২৩ সালে বিজেপি এই পঞ্চায়েতের দখল নেয়। তারপর অভিযোগ তোলে, ২০১৮-১৯ সালের পর থেকে এই পঞ্চায়েতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। তারভিত্তিতেই এই মামলা দায়ের।

ইমেল আইডি ঘোষণা করে সন্দেশখালির তদন্ত শুরু করল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালতের নির্দেশ মেনে সঙ্গে সঙ্গে ইমেল তৈরি করে তদন্ত শুরু করল সিবিআই। উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচার, জোর করে জমি দখল সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ জানাতে হবে বিশেষ ইমেল আইডিতে। একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পাশাপাশি সিবিআই তাদের এক্স হ্যান্ডেলেও পোস্ট করেছে। বিবৃতিতে সিবিআই জানিয়েছে, সন্দেশখালিতে জমি দখল, মহিলাদের উপর নির্যাতনের মতো অপরাধের তদন্তে কলকাতা হাইকোর্টে যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা মেনে সিবিআই পদক্ষেপ করেছে। ১০ এপ্রিল আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী সিবিআই একটি ইমেল তৈরি করেছে। এটি সম্পূর্ণরূপে সন্দেশখালির জন্য। এখানে সন্দেশখালিতে নারীদের উপর অত্যাচার, জবরদস্তি জমি দখল সংক্রান্ত সব অভিযোগ

পাঠানো যাবে। এর সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসককেও সংবাদপত্রে এই বিষয়টি প্রকাশ করার কথা জানিয়েছে সিবিআই। গত ১ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বে ডিভিশন বেঞ্চ সন্দেশখালিকাণ্ডে সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি একগুচ্ছ নির্দেশ দেয় আদালত। তার মধ্যে শুধুমাত্র সন্দেশখালির জন্য সিবিআইকে পোর্টাল এবং ইমেল আইডি তৈরির নির্দেশও দেন প্রধান বিচারপতি। এরপরই ইমেল আইডি তৈরি করল সিবিআই।

বাগুইআটিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দগ্ধ বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগুইআটি: ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শহরে। বাগুইআটির এক বহুতলে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হন শম্পা জানা নামে বছর পঁয়ষট্টির এক বৃদ্ধা। সূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুর নাগাদ বাগুইহাটি থানার অন্তর্গত দেশবন্ধু নগরের বহুতল আবাসনে নিচের তলার একটি ঘরে হঠাৎ করে আগুন লাগে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন।

৩৫ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণেও আনেন দমকলকর্মী ও আধিকারিকেরা। তবে কী থেকে আগুন লেগেছিল গিয়েছিল তা জানতে পারা যায়নি। তবে দমকল আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান শট সার্কিট থেকে এই আগুন লাগতে পারে। এদিকে এই আগুন লাগার সময় ঘরে ছিলেন বৃদ্ধা শম্পাদেবী। তাঁকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে দেশবন্ধু নগরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এরপর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার পরে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় আরজিকর হাসপাতালে। এদিকে আরজি করা হসাপাতাল সূত্রে খবর, শম্পাদেবীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদিকে ঘটনাস্থলে রয়েছে বাগুইহাটি থানার পুলিশ। সমস্ত ঘটনা তদন্ত করে দেখাও হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে।

ইডির ওপর আক্রমণের ঘটনায় ক্ষমাপ্রার্থী শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডির উপর হামলার ঘটনায় ক্ষমাপ্রার্থী শাহজাহান, এমনটাই জানানো হচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে। একইসঙ্গে এই ঘটনায় তিনি দুঃখ প্রকাশও করেছেন বলে জানা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, শাহজাহান নাকি বলেছেন ওইদিন ইডিকে মারধরের নির্দেশ দেননি তিনি বা হামলার কোনও পরিকল্পনাও আগে থেকে করা ছিল না। তবে যাই হোক না কেন, হামলা যে হয়েছে তা সত্যি। যেহেতু তাঁর খোঁজে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ইডি, সে কারণে গোটা ঘটনার দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন শাহজাহান। এই ঘটনার জন্য নাকি দুঃখপ্রকাশও করেছেন সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা'। রেশন দুর্নীতি মামলায় গত ৫ জানুয়ারি, সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার আকুঞ্জপাড়ায় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। সেদিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা শাহজাহানের খোঁজ পাননি। পরিবর্তে জখম হন তাঁরা। শাহজাহান অনুগামীদের আক্রমণে ঝরে রক্তও। ভাঙচুর করা হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গাড়িতেও। এই ঘটনার ৫৫ দিন পর গ্রেপ্তার হন শেখ শাহজাহান। এরপর আইনি টানাপোড়েনের পর তাঁকে হেপাজতে নেয় সিবিআই। হেপাজতে থাকাকালীন একসময় সিবিআই আদালতে দাবি করেছিল, গত ৫ জানুয়ারি বাড়ির সামনে পৌঁছে শাহজাহানের দুটি মোবাইল নম্বরে একাধিকবার ফোন করা হয়। একটি নম্বর ব্যস্ত ছিল। অপরটিতে বেশ কিছুক্ষণ পর ফোন ধরেন। তবে ইডির কথা শুনেই ফোন কেটে দেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ইডির উপর হামলার ঘটনা ঘটে। সিবিআই আদালতে দাবি করেছিল, সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতা ইডির উপর হামলার সময় বাড়ির কাছেই ছিলেন। তিনি সেখান থেকেই ফোন করে অনুগামীদের ইডির উপর হামলার নির্দেশ দেন। সুতরাং ইডির উপর হামলার ঘটনায় শাহজাহানই যে মূলচক্রী, তা আদালতে আগেই স্পষ্ট করে সিবিআই।

ইয়ে তো স্রিফ ট্রেলার, পিকচার আভি বাকি হ্যায়

নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'ইয়ে তো স্রিফ ট্রেলার। পিকচার আভি বাকি হ্যায়।' পাহাড়ে জিটিএ-তে নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে শুক্রবার এমনই প্রতিক্রিয়া দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। রাঘববোয়াল কবে ধরা পড়বে, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অপেক্ষা করুন ঠিক সময়ে ধরা পড়বে। প্রসঙ্গত, পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ শাসকদলের একাধিক নেতার নামে বিধাননগর উত্তর থানায় এফআইআর দায়ের করেছে। এমনকী, ব্যারাকপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের নামও জড়িয়েছে নিয়োগ দুর্নীতিতে। এদিন সকালে নৈহাটিতে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে বেরিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, ছাত্র নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য হলেন পার্থ ভৌমিকের পোষ্য পুত্র। ওকে ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতির পদে বসানো হয়েছে। তাঁর দাবি, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণাঙ্কুরের গুরু পার্থ ভৌমিকের নামেও এফআইআর হবে। ছাত্র নেতা তৃণাঙ্কুরকে নিশানা

করে তিনি বলেন, কলেজে পয়সার বিনিময়ে উনি ছাত্র ভর্তি করেন। একটা দুর্নীতিগ্রস্ত দলের উনি ছাত্র নেতা। তৃণাঙ্কুরের রোজগার নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুললেন ব্যারাকপুরের পদ্ম প্রার্থী। তাঁর দাবি, তৃণমূলের ভালো লোকজন এখন ঘরে বসে গিয়েছেন। তারাও বাংলা থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিদায় চাইছেন। পার্থ ভৌমিকের পাঠানো নোটিস নিয়ে বিজেপি প্রার্থীর প্রতিক্রিয়া, কোনও আইনি নোটিস তাঁকে পাঠানো হয়নি। আইনজীবী মারফত চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠির উত্তর তিনি দিয়েও দিয়েছেন। তাঁর হুঁশিয়ারি, ক্ষমতা থাকলে উনি আদালতে যাক। আদালতেই ওনাকে জবাব দেব। এদিন নৈহাটির ৬ নম্বর বিজয়নগর মোড় থেকে তিনি প্রচার শুরু করেন। নৈহাটির বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে তিনি নৈহাটি রেল মাঠের সামনের প্রচার শেষ করেন।

সাঁকরাইলে হবে ফের পঞ্চায়েত নির্বাচন, নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্চায়েত ভোটের প্রায় এক বছর পর সাঁকরাইল পঞ্চায়েত নিয়ে হওয়া এক মামলায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। শুক্রবার তিনি জানান, আবার হবে পঞ্চায়েত নির্বাচন। প্রসঙ্গত, ব্যালট ছিনতাই হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। মামলা হওয়ার পর রিপোর্ট দিতে গিয়ে পর্যবেক্ষক জানান ব্যালট ছিনতাই হয়েছে।

আর এই ব্যালট ছিনতাইয়ের ঘটনায় হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন নির্দল প্রার্থী কাশ্মীরা বেগম। এবার এই অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পেয়েই নতুন করে এবার পঞ্চায়েত ভোটের নির্দেশ দিল আদালত। বিচারপতি অমৃতা সিনহা

নির্দেশ দিয়েছেন, দক্ষিণ সাঁকরাইল পঞ্চায়েতের বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসের সাইমা জমাদারকে আপাতত ওই পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। এরপর বিডিও ওই পঞ্চায়েতের প্রধানের পোস্ট খালি হয়েছে বলে বর্তমান প্রধানকে জানাবেন। এরপর কমিশন ভোটের ব্যবস্থা করবে।

আদালতের এই নির্দেশের পর মামলাকারী তথা নির্দল প্রার্থী কাশ্মীরা বেগম আদালতকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি এই রায়ে মানুষের জয় হয়েছে বলেই মনে করেন তিনি। তবে এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছেন বর্তমান তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সাইমা জমাদার। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে এত মামলা জমা হয়েছিল, যা দেখে কার্যত বিরক্ত হয়েছিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম।

এসএসসি দুর্নীতি শান্তিপ্রসাদ ও প্রসন্নর ২৩০ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি দুর্নীতি মামলায় অন্যতম দুই অভিযুক্ত শান্তিপ্রসাদ সিনহা এবং প্রসন্ন রায়ের বিরুদ্ধে এবার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সূত্রে খবর, তাঁদের বহু কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের বিভিন্ন জায়গায় বেনামি ফ্ল্যাট এবং জমির হদিশ পাওয়া গিয়েছে বলেও জানানো হয়েছে ইডির তরফ থেকে। ইডি সূত্রের খবর, এই দুই জন অভিযুক্তের জমি থেকে শুরু করে ফ্ল্যাট এবং ২৩০ কোটির সম্পত্তি অ্যাটাচ করা হয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, প্রসন্ন রায়ের বহু বিঘে জমির হদিশ পেয়েছেন গোয়েন্দারা। পাশাপাশি শান্তিপ্রসাদ সিনহার বিভিন্ন জায়গায় বেনামি ফ্ল্যাটের হদিশ পাওয়া যায়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এই দুই অভিযুক্তর সম্পত্তি অ্যাটাচ করেছেন তদন্তকারীরা। এর আগেও একবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বহু কোটি টাকার সম্পত্তি অ্যাটাচ করেছিল ইডি। উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এসএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান শান্তিপ্রসাদ সিনহা। আয় বহির্ভূত সম্পত্তি প্রসঙ্গে তাঁকে জেরা করেছেন ইডি-র তদন্তকারীরা, সূত্রের খবর এমনটাই। সবার আগে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। উপদেষ্টা কমিটির নিয়োগ দুর্নীতি মামলার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অভিযোগ, বিভিন্ন এজেন্টদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল এসপি সিনহার। প্রচুর সম্পত্তিও কেনার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁর বাড়ি থেকে প্রচুর নগদ এবং সোনা বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা। শান্তিপ্রসাদের আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বহু টাকার সম্পত্তি পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যায়।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রীতিমতো আলোড়ন তৈরি হয়েছিল গোটা রাজ্যে। কারণ, এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পাশাপাশি অভিনেত্রী তথা মডেল অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। অর্পিতার টালিগঞ্জ এবং বেলঘরিয়ার বাড়ি থেকে প্রায় ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছিল। এরপর গ্রেপ্তার করা হয় শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, কুন্তল ঘোষকে।

বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণের ঘটনায় ২ পাণ্ডা ধৃতের ঘটনায় শুরু শাসক-বিরোধী তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিঘা থেকে বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণের ঘটনায় দুই পাণ্ডা ধরা পড়ার ঘটনায় তরজা শুরু হয়েছে শাসক বিরোধী দুই শিবিরের মধ্যে। বিরোধী শিবির এই ঘটনাকে সামনে রেখে রীতিমতো তোপ দেগেছে বাংলার শাসকদলকে। শুক্রবার এই ঘটনায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এগিয়ে যাওয়া বাংলা মডেল এটা। আগে আমরা শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করতাম, পরে শ্রমিক সাপ্লাই করতাম, এখন জঙ্গি হামলার মাস্টারমাইন্ড সাপ্লাই করি। এবার বোঝা যায় যে এনআইএ-র উপরে কেন হামলা হয়। মুখ্যমন্ত্রী চান, গোটা দেশে বোমা বিস্ফোরণের মাস্টারমাইন্ড সরবরাহ হোক বাংলা থেকে। আমরা লড়াই করে যাব। বাঙালিকেও ভাবতে হবে, তারা ভবিষ্যতে কী চান।' একইসঙ্গে এও জানান, 'বাংলা এখন জঙ্গিদের নিরাপদ স্বর্গ। বাংলাদেশের সন্ত্রাসকাজে যুক্তরাও বাংলায় এসে লুকিয়ে থাকছে। এখানে তৃণমূল নেতাদের মদতে মিনি পাকিস্তান বানিয়ে রাখা হয়েছে।' একইসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'বাংলা আন্তর্জাতিক অপরাধী জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চল, এটা বারেবারে প্রমাণ হয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সেফ জোন। পুলিশকে তো সরকার পার্টির ক্যাডারে পরিণত করেছে। পুলিশকে নিজের কাজ করতে না দেওয়ায় বাংলার এই অবস্থা।'

দিঘা থেকে বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণের ঘটনায় দুই পাণ্ডা ধরা পড়ার ঘটনায় তরজা শুরু হয়েছে শাসক বিরোধী দুই শিবিরের মধ্যে। বিরোধী শিবির এই ঘটনাকে সামনে রেখে রীতিমতো তোপ দেগেছে বাংলার শাসকদলকে।

এরই পাশাপাশি এই ঘটনায় সরকারকে বিদ্ধ করেছেন বামেরাও। সিপিআইএম সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'খুব ভালো খবর। এজেন্সির জন্য এটা যেমন কৃতিত্বের, তেমনই বাংলার প্রশাসনের জন্য লজ্জার। বাংলার পুলিশ প্রশাসন কাজ করে না। তাদের মৌলিক দায়িত্ব মমতা ও তাঁর পরিবারকে রক্ষা করা। এই জন্য বাংলাকে অপরাধীরা স্বর্গরাজ্য বলে মনে করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময়ে মাওবাদীদের নিয়ে বামফ্রন্টে বিরুদ্ধে লড়েছিল, সন্ত্রাসবাদীরাও তাই জানে মাওবাদীদের খুব কাছের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

এদিকে এর পাল্টা দিতে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ দাবি করেন, শেষমেশ এনআইএ- কেও মানতে হয়েছে রাজ্য পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতার কথা। এরই পাশাপাশি দিঘা থেকে গ্রেপ্তার হওয়ায় পূর্ব মেদিনীপুরের অধিকারী পরিবারকেও নাম না করে তোপ দাগেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টে লেখেন, 'এনআইএ- কেও মানতে হল রাজ্য পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতার কথা।' এরই পাশাপাশি অধিকারী পরিবারের নাম না করে কুণাল এ প্রশ্নও তোলেন, 'আর কোথা থেকে ধরেছে? কাঁথি। সবাই জানে সেখানে কোন পরিবার দুষ্কৃতীদের আনে, আশ্রয় দেয়। এসবে তাদের ভূমিকার তদন্ত হোক। বাংলার পুলিশ দেশবিরোধী অশুভ শক্তিকে দমন করতে অবিচল এবং অন্য এজেন্সিকে সহযোগিতা করতেও প্রস্তুত আবার প্রমাণিত। তাছাড়া মনে রাখুন, এই মামলায় একজন বিজেপি কর্মীও গ্রেপ্তার হয়েছিল।'

সম্পাদকীয়

নিজেদের পিঠ বাঁচাতে কিছু মানুষ সঙের গানকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করে বসেন

রাস্তায় বের হতেই এক দল সন্ন্যাসী ঘিরে ধরলেন। এক জনের মাথায় পাটের শিব। সবাই নাচতে নাচতে সেই শিবকে নিয়েই বিভোর হয়ে পড়েছেন। কিছুক্ষণ বাদেই হাত পেতে পথচারীদের কাছে ভিক্ষা চাইলেন তাঁরা। ভিক্ষার টাকাতেই নাকি ওঁদের পুজো হয়। ওঁরা সবাই গাজনের সন্ন্যাসী। বছরের এই সময়টায় দেখা মেলে। সবাই ভিক্ষা দিলেন। আমিও দিলাম। ভিক্ষা পেতেই সন্ন্যাসীরা চলে গেলেন অন্য দিকে। চৈত্র মাসের এ এক রঙিন ছবি। কবি ঈশ্বর গুপ্ত যথার্থই বলেছেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।' চড়ক বা নীল পুজো এলে কথাটির অর্থ মর্মে মর্মে বোঝা যায়। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর তারই একটি হল এই চড়ক পুজো। হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ একটি লোকউৎসব নীলষষ্ঠী পালিত হয় চড়কের ঠিক আগের দিন। তারপর বছরের শেষ দিন চৈত্র মাসের শেষ তারিখ অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে শুরু হয় চড়ক পুজো। উৎসবটি চলে বাংলা নববর্ষের প্রথম দুই-তিন দিন পর্যন্ত। অঞ্চল ভেদে এই পুজোর বিভিন্ন নাম রয়েছে; নীল পুজো, গম্ভীরা পুজো, শিবের গাজন ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, নদীয়া-সহ বহু স্থানেই এই উৎসব মহা সমারোহে পালিত হয়ে থাকে। উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল; গাজনের গান এবং সঙ সেজে নানান অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য পরিবেশন। বাংলার মৃতপ্রায় এই সঙ সংস্কৃতিকে আজ বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য যদি সঙেদের রেখে যেতে পারি, তবে চড়কের আনন্দ আরও বেশ কিছু কাল প্রবাহিত হতে পারবে তার আপন ধারায়।তৎকালীন সময়ে বাংলা জুড়ে যে সমস্ত ঘটনা সমাজে সারা বছর ধরে আলোড়িত হত, সে সমস্ত কাহিনীই স্থান পেত সঙের ছড়ায় আর গানে। সে সময়ের সমাজের নানান অসঙ্গতিকে বিদ্রুপ করার জন্য অনেকেই সঙ সংস্কৃতির বিরোধিতা করেছিলেন। নিজেদের পিঠ বাঁচাতে কিছু মানুষ সঙের গানকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করে বসেন।

আনন্দকথা

সভা ভঙ্গ হইল। ভক্তেরা এদিক ওদিক পায়চারি করিতেছেন। মাস্টারও পঞ্চবটী ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতেছেন, বেলা আন্দাজ পাঁচটা। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের উত্তরদিকের ছোট বারান্দার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র গান করিতেছেন, দুই-চারিজন ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। মাস্টার আসিয়া গান শুনিতেছেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখনও কোথাও শুনেন নাই। হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষুর পাতা পড়িতেছে না; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিছে কিনা বহিছে। জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সমাধি।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

নাজমা হেপাতুল্লা

১৯৪০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নাজমা হেপাতুল্লার জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় কার্লটন চ্যাপম্যানের জন্মদিন।*
১৯৯৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কে সি কারিয়াপ্পার জন্মদিন।*

রাণী ভবশঙ্করীর শিব গাজনে মাগুর মাছ পুজো দিয়ে সূচনা হয় ঝাঁপ-গাজন-চড়ক

দীপংকর মান্না

রাজার নামে হাওড়ার এক ইতিহাস মাখা স্থান উদয়নারায়ণপুর। উদয়নারায়ণপুরে ছিল নানা রাজা ও এক রাণীর বাস। তাই এলাকাটি রাজভূমি নামে খ্যাত।এই রাজভূমির এক প্রাচীন গ্রাম বিধিচন্দ্রপুর।প্রায় ২৬০ বছর আগে বাবু রামপ্রসন্ন রায় আমতার তাজপুর থেকে ১৮ কিমি দূরে বিধিচন্দ্রপুর গ্রামে শুরু করেন জমিদারি। এখানে ছিল এই বংশের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সত্যবান রায়ের বাস্তভিটা। ডাঃ সত্যবান রায় ছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, দালাইলামা ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত চিকিৎসক।

জানা যায় পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একবার এই বাড়িতে এসেছিলেন। ১৮৬৭ খীষ্ট্রাব্দে এখানে স্থাপিত হয় রামপ্রসন্ন বিদ্যানিকেতন।

কে এই রাণী?

ইতিহাস ও স্থানীয় পত্র পত্রিকা পড়ে জানা যায়, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এখানেই ভুরসুট বা ভুরশুট পরগণার সদর দপ্তর ছিল। ব্রাহ্মন রাজবংশ এই স্থানে রাজত্ব করতো। এখানে ক্রমে ক্রমে সিংহাসনে বসেন রাজা উদয়নারায়ণপুর, রাজা সত্যনারায়ণ, রাজা শিবনারায়ণ, রাজা রুদ্রনারায়ণ। রুদ্রনারায়ণের শিশুপুত্র নাবালক হওয়ার রাজ সিংহাসনে বসেন রুদ্রনারায়ণ পত্নী রাণী ভবশঙ্করী।

রাণী ভবশঙ্করী ছিলেন বীরাঙ্গনা। ছোট বেলা থেকেই তিনি অশ্বারোহণ, তীরন্দাজি, তরবারি চালানো ইত্যাদি বিষয়ে সুদক্ষ হয়ে ওঠেন। ভবশঙ্করী সেনা পোশাকে পিতা দীননাথকে নিয়মিত সাহায্য করতেন। দীননাথ কন্যাকে যুদ্ধ-বিগ্রহ চর্চার পাশাপাশি রাজনীতি, কুটনীতি, সমাজনীতি, দর্শন ইত্যাদি বিদ্যা শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। যৌবনকালে ভবশঙ্করী শ্বাপদ সঙ্কুল এলাকায় ঘোড়ায় চড়ে একাই শিকারে যেতেন।

অসীম সাহসী বীরঙ্গনার যুদ্ধপটুতায় মুগ্ধ হয়ে আকৃষ্ট হন রুদ্রনারায়ণ। ভবশঙ্করীর কথা মতো অসি যুদ্ধে পরাজিত করায় ভুরসুটরাজ রুদ্রনারায়ণকে পতি হিসাবে গ্রহণ করেন। রাণী ভবশঙ্করী রাজাকে শাসনকার্য পরিচালনা করতে সহায়তা করতে থাকেন। নিয়মিত সেনাবাহিনীদের পরিদর্শন ও উৎসাহ দিতেন। প্রজাদের মুখে মুখে চলতে থাকে রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করীর জয়গান।

লোকশ্রুতি আছে গড়ভবানীপুর থেকে রাণী ভবশঙ্করী নিয়মিত বা সপ্তাহে একদিন পুজো দিতে বা পুজো করতে যেতেন বিধিচন্দ্রপুর গ্রামের শিবমন্দিরে। মন্দিরের কিছু দূরে হেদুয়া বা হেঁদো পুকুর থেকে গড়ভবানীপুর পর্যন্ত নাকি সুড়ঙ্গ ছিল। রাণী সুড়ঙ্গ দিয়েই যাতাযাত করতেন। আরও লোকশ্রুতি আছে হেঁদো পুকুর সংলগ্ন রাণীর বিশ্রামের জন্য ছিলো নাকি 'জোড়বাংলা' বা 'জোড়বাংলো' নামে দুটি ঘর।

বিধিচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্য পাড়ায় অবস্থিত স্বয়ম্ভুনাথ শিব। তবে বেশি পরিচিত শম্ভুনাথ শিব নামে। আনুমানিক ৫০০ বছর আগে এখানে পাতাল থেকে আপনা আপনি একটি বড় শিবলিঙ্গ উঠে আসে। তাই স্বয়ম্ভুনাথ শিব। শিবলিঙ্গ ঘিরে আছে প্রাচীন এক প্রকান্ড বটগাছ। গাছের আসল মূল চেনা দুস্কর ব্যাপার। বর্তমানে প্রকান্ড বটগাছটাই শিবমন্দির। বলা ভাল গাছ মন্দির। ঝড়-জল-বজ্রপাতেও অক্ষত থাকে শিবলিঙ্গ। শিবমন্দিরের পাশেই দুর্গাদালান, হরিবাসর। খানিক দূরেই মজা বা কানা দামোদর।

এই রাজভূমি বিধিচন্দ্রপুর গ্রামে রাণী ভবশঙ্করী-র শিবমন্দিরে ঝাঁপ- গাজন- চড়ক উৎসব বেশ চমকপ্রদ। হাজার হাজার শিবভক্তর মেলবন্ধনে সপ্তাহব্যাপী সন্ন্যাসীদের ক্রিয়াকলাপ দেখার মতো। এখানে গাজন শুরু নীলাবতীর বিয়ের দু'দিন আগে থেকেই। তাই ২৬ চৈত্র ভোরে সন্ন্যাসীসহ পুরোহিত জড়ো হয় মজা বা কানা দামোদরের পাড়ে। প্রথামতো প্রথমেই শিব দুর্গার কামনে 'কামীক্ষা' বা 'কামাক্ষা ঘট' স্থাপন করা হয়। কোথাও কোথাও একে 'কামনে ঘট' বলে থাকে। ঘট নদীতে ডুবিয়ে আনা হয় নদীর পাড়ে। এবার পুরোহিত করেন পুজো। পুজোর রীতি মেনে একটি বড় মাগুর মাছকে পুজো করা হয়।পুজো শেষে মাগুর মাছকে কেটে ছেড়ে দেওয়া হয় নদীর জলে। এই রীতি আজও চলে আসছে সমানতালে। কোথাও কোথাও শিঙি মাছ বলি প্রচলিত। এবার সন্ন্যাসীরা কামীক্ষা বা কামাক্ষা ঘট নিয়ে আসে সয়ম্ভুনাথ বা শম্ভুনাথ শিবমন্দিরে।

প্রথা মেনে মন্দির প্রাঙ্গনেই হয় নীলাবতীর বিয়ে। প্রথমেই মন্দির সংলগ্ন শিব পুকুর থেকে কলসী করে জল এনে শিবলিঙ্গ স্নান করানোর রীতি। শিবলিঙ্গটি দু'ফুট ব্যাসার্ধের দেড় ফুট নিচে অবস্থিত। হিসাব মতো ১০-১২ কলসী জল দিলেই শিবলিঙ্গ ভরে যাওয়ার কথা। অবাক কান্ড সন্ন্যাসীদের কোন খুঁট বা ক্রিয়াকলাপের ভুল ত্রুটি থাকলে ১০০-১৫০ কলসী জল এনেও শিবলিঙ্গ ভরানো যায়নি। তখন পুরোহিত মশাইকে ক্ষমা প্রার্থনা করে পরবর্তী কাজ চালাতে হয়। মাঝেমধ্যে এমন ঘটনা ঘটে থাকে। কোথায় এত জল যায় সে রহস্য অজানা।

ধর্ম ঝাঁপ পর্বটি আরও বর্ণময়।শিব মন্দির থেকে ২ মাইল দূরে গ্রামের জেলেপাড়ায় থাকে ধর্ম ঠাকুর।ঢাক ঢোল সহ নানা বাজনা সহকারে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রায় সন্ন্যাসীরা আনেন ধর্ম ঠাকুরকে শিব তলায়। পুজো ও নানা ক্রিয়াকলাপের পর অনুষ্ঠিত হয় ধর্ম ঝাঁপ। ঝাঁপ শেষে আবার একই আঙ্গিকে শ্রদ্ধা সহকারে ধর্ম ঠাকুর রেখে আসা হয় নিজের বাসস্থানে।

মূল গাজনের দিন বিধিচন্দ্রপুর সহ চিত্রসেনপুর, চাঁদচক, গুমগড়, ঘোল রঘুনাথপুর গ্রামের ৮০-৯০ জন সন্ন্যাসী মিলিত হয় রানীর শিবমন্দির প্রাঙ্গনে। এখানে চলে সন্ন্যাসীদের মজার মজার ক্রিয়াকলাপ।সন্ন্যাসীদের কাঁটা গড়ান ও বঁটি নৃত্য দেখার মতো। প্রথা মেনে শিবের মাথা থেকে ফুল পড়লে হয় ঝাঁপের সূচনা।গাজন পক্রিয়ার বিভিন্ন দিনে শিবকে নিবেদন করা হয়- রাজ পুরোহিত ভোগ, মূল সন্ন্যাসী ভোগ, নিরী অর্থাৎ নির্ধারিত ভোগ, মানসিক ভোগ, রাজ ভোগ ইত্যাদি। এই উপলক্ষে বসে আকর্ষণীয় গাজন মেলা। কৌতুহলী মানুষ বটগাছে শিবের জ্যান্ত সাপ খুঁজতে থাকেন। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি এই বটগাছে নাকি মাঝেমধ্যে সাদা রঙের বড় সাপ ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়।

স্বয়ম্ভুনাথ শিবের কুল পুরোহিত এর বংশধর গোবিন্দ চ্যাটার্জি, শিবের বাসোঘরি-র বংশধর তাপস মাল, গাজন তত্ত্বাবধায়ক মন্ডল বাড়ির বংশধর দিলীপ মন্ডল, স্থানীয় ক্ষেত্র সমীক্ষক প্রদ্যুত দাস, ইতিহাস খ্যাত রসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক পিন্টু দাস প্রমুখের কথায় রানী ভবশঙ্করী-র শিবের গাজন সত্যিই চমকপ্রদ।পরম্পরা মেনে হুগলির রাজহাটি থেকে আসে ঢাক ঢোল ও পুরোহিত। সৌহার্দ্য বজায় রেখে আজও প্রতিবেশী গ্রাম লাল বেনাগড়ি-র সন্ন্যাসীরা গাজন ভাঁটতে আসে রানীর শিবতলায়। অনুরূপভাবে বিধিচন্দ্রপুর গ্রামের সন্ন্যাসীর গাজন ভাঁটতে যান লাল বেনাগড়িতে।তবে আজ অনেক কিছুই হারিয়ে গিয়েছে। চড়কে দেখা যায়না চড়ক গাছ ও সন্ন্যাসীদের দোল খাওয়া। হারিয়ে গিয়েছে গাজনের বর্ণময় সঙের শোভাযাত্রা ও আকর্ষণীয় লাঠিখেলা।

হারিয়ে গেছে শিবগৌরী পালা

শুভঙ্কর দে

বর্ধমান জেলার বেশিরভাগ গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা কৃষি ও শ্রমজীবী নির্ভর। এই সমস্ত কৃষিশ্রমিক মানুষেরা ফসল উৎপাদনের সঙ্গে জীবনধারণ করেও বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছেন। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মাঝে অভাব-অনটনকে সঙ্গী করেও তাঁরা বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির উপকরণ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। লোকনাট্য তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু বর্তমানে সেই লোকনাট্য চর্চা যেখানে বহুল পরিমাণে হত আজ তা অনেক হারিয়ে গেছে। যেমন- কেতুগ্রাম থানায় যা পূর্বে মনোহরশাহী পরগণা নামে পরিচিত ছিল সেখানে চৈতন্যদেবের সময় থেকে মনোহর দাসের কীর্তন সারা বাংলা জুড়ে সুবিখ্যাত হয়েছিল, আজ যার কোনো অস্তিত্ব সেখানে নেই। তেমনই কেষ্টযাত্রা, সত্যপীরের গান থেকে শিবগৌরী পালা-এর মতো অনেক লোকনাট্য আজ বিলুপ্ত হয়ে হয়ে যাবার পথে।

বর্ধমান শহরের বুকে বড়ো নীলপুর, কাঞ্চননগর ও অনেক বাঙাল কলোনীতে একসময় খুব জাঁকজমক ভাবে এক প্রাচীন লোকনাট্যের দেখা মিলত, যা 'শিবগৌরী পালা' নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে তার শেষ মাটিটুকু আঁকড়ে ধরে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন নীলপুরের এক মালাকার পরিবার। প্রায় ৪০ বছর ধরে এই পরিবারের সদস্যরা শুধুমাত্র ভালোবেসে এই পালা করে যান। কারণ এই পালা তাঁরা বাড়ির নীলপূজো উপলক্ষে করে থাকেন। তাঁদের এই পালা রোজগারের একবেলা পেটের ভাতের টাকাও ওঠেনা। ভোলানাথের চরণে সেবা করেই তাঁরা খুশী হন।

শিবগৌরী পালাগান বাংলা বছরের শেষ মাস চৈত্র মাসের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত হয়। শিবের আরাধনায় এর মূল লক্ষ্য। উঠোন বা চাতালের মাঝে বসানো থাকে সিন্দুর মাখানো লম্বা বেলকাঠ। কাঠের খোদায়ে রয়েছে নাগনাগিনী, শিব, গৌরীর ছবি। তাকে ঘিরেই শুরু হয় নাচ। সংলাপের মধ্যে দিয়ে ও অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় হরপার্বতীর অভাবের সংসারের ছবি। বিষয়বস্তু সাদামাটা। শিব হলেন ভোলেভালা ভবঘুরে। সংসারে তাঁর অভাব। তাই ধর্মের অনুষঙ্গ আসে না। দুঃখের বারোমাস্যা, সুখের সন্ধান, পতি পত্নীর ভালোবাসাই উঠে আসে পালাতে। গানের সুরে ধরা পড়ে বাংলার মাটির টান। গৌরী বসে বসে চাল ডাল নিয়ে বসে। শিব তখন গৌরীকে দেখে বলেন, তশিব বলে ও গৌরী তুমি তো বড়ই সুন্দরী/ আমি একটু হয়েছি বুড়ো তাতে তোমার ক্ষতি কী?দ। তারপর শুরু হয় শিবগৌরীর ঝগড়া, প্রেম ভালোবাসা। এগুলোও গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়;তশিব চলিল বিয়ার বেশে/ নারদ বাজায় বীণা/ সব সখীরা সাইজ্যা এল বরণ কুলো নিয়াদ। পোশাকে থাকে সস্তার চুল দাড়ি লাগানো, রং ও জীর্ণ পোশাক। অস্ত্রশস্ত্র বলতে ডুগডুগি, ভাঙা টিনের ত্রিশূল, খাড়া, বাঁশি। শান্তিপাড়ার শম্ভুবাবুই এখন পালাগান করেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরাই সাজেন; রঞ্জিত মালাকার (শিব), প্রশান্ত মালাকার (গৌরী), সঞ্জিত মালাকার (কালী), সুশান্ত মালাকার(রাধা)। সঙ্গীত পরিবেশনায় বাঁশি ঢাক ঢোল নিয়ে বসেন গোপাল মালাকার। পালা শেষে ঘাটে যান কাঠ নিয়ে, ওখানে কাঠকে স্নান করিয়ে বাড়িতে নিয়ে আনা হয়, তারপর কাঠের উপর জল ঢালা হয়। লোকেরা মানত করেন ভক্তিভরে।

এই পালা মূলত অন্ত্যজ নমঃশূদ্র বা অন্য বর্গের তপশিলী উপজাতির মানুষেরাই করতেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু পল্লীগুলিতে এর প্রচলন বেশি ছিল। এখন শুধুমাত্র টিকে রয়েছে বড়ো নীলপুরের শান্তিপাড়া। একসময়ের জমজমাট এই পালা মাঝ রাতেও বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবেশিত হত। মানুষ তখন ঘুমচোখে জল দিয়ে মনের আনন্দে দেখতে বসে যেতেন। কিন্তু আজ সেই শিল্প হারিয়ে যাবার পথে। পালার শিল্পীদের জীবনযাপনও খুব কষ্টে কাটে। তাঁদের কেউ বাদাম বেচেন, কেউ ফেরি করেন, কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। একদিকে অভাবের সংসার, অন্যদিকে বর্তমান পরিস্থিতি এসবের মধ্যে পড়ে গিয়ে শিল্পীরা আর মনোরঞ্জনের কথা ভাবতে পারেন না। দুমুঠো পেটের ভাত জোগাড়েই তাঁরা এখন ব্যস্ত।

একসময় যে লোকনাট্যের রমরমা ছিল আজ তা শিবরাত্রির সলতের মতো টিকে আছে। এর মূল কারণগুলির একটা হল আমাদের আধুনিক জীবন যাপন। অন্যদিকে লোকশিল্পীদের অর্থ সংকট। জীবনে টিকে থাকার জন্য অর্থ রোজগারের জন্য নিজের ভিটে ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছেন অন্য রাজ্যে। তাঁরা আর সময় পাচ্ছেন না বিনোদন পরিবেশন করার। বিশ্বায়নের যুগে কেবলমাত্র শহরকেন্দ্রিক সংস্কৃতিগুলিই বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রকাশ পাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি গ্রাস করে নিচ্ছে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতিগুলিকে। আমাদের কর্তব্য শিক্ষিত নাগরিক হয়ে হারিয়ে যেতে থাকা প্রাচীন এই সকল সংস্কৃতিগুলোকে টিকিয়ে রাখা। যদি তা না করা যেতে পারে তাহলে আর কয়েক বছরের মধ্যে লোকনাট্যসহ আরও অনেক প্রাচীন লোকসংস্কৃতি কালের গর্ভে চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে যাবে।

বাঙালি জীবনে পয়লা বৈশাখ

সুবল সরদার

নতুনকে বরণ করতে আমরা নতুন করে সেজে উঠি। পয়লা বৈশাখে নতুন শাড়ি পরি, নতুন জামা -প্যান্ট পরি, নতুন নতুন স্বপ্ন দেখি। প্রকৃতি ফুলে,ফলে, সবুজে, নবীনে, লাবণ্যে নতুন করে সেজে ওঠে যা দেখি সব নতুন লাগে। মনে হয় নতুন পৃথিবী নতুন রূপে ফিরে আসে কিশোরী হয়ে। ফুলগুলো কী অপার মহিমায় ফুটে ওঠে হেসে হেসে! রূপে-রসে -গন্ধে-বর্ণে-ছন্দে রূপসী বৈশাখী পয়লা বৈশাখ রূপে আসে। নান্দনিকতার অপর নাম হয় পয়লা বৈশাখ। আমরা শুভ চিন্তার কামনা করি, প্রার্থনা করি পয়লা বৈশাখের মতো সারা বছর যেন সুন্দর করে সুখে কাটাতে পারি। পয়লা বৈশাখে সুখানুভুতি, স্বপ্ন দেখানো এক রাজকন্যার আর্বিভাব বলে মনে হয়। পয়লা বৈশাখ ফার্স্ট জানুয়ারি মতো হৈ হুল্লোড়ে নয়। সারারাত বর্ষ পালনের নামে পার্ক স্ট্রীটে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো নয়। পয়লা বৈশাখে নান্দনিকতার আনন্দ আছে, ফার্স্ট জানুয়ারির মতো উন্মাদনা নেই। পার্থিব থেকে অপার্থিব চিন্তার পথ ধরে মুক্ত, মুক্তির কথা বলে। অন্যদিকে ফার্স্ট জানুয়ারি পার্থিব থেকে বিপথগামী করে তোলে নীল নেশার স্বপ্নে বিভোর হয়ে। চিন্তার দৈন্যতা পার্থক্য সৃষ্টি করে পয়লা বৈশাখ এবং ফার্স্ট জানুয়ারির মধ্যে। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এই বলে আসলের থেকে নকল কখনো মহান হতে পারে না। আমাদের নিজস্বতা, আমাদের পরম্পরার ঐতিহ্য আমাদের গর্ব, আমাদের ভালোবাসা।

সারাদিন নবাগতের আরাধনায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ি। পুরাতনের সঙ্গে নতুনের মেল বন্ধন বলা যায়। পুরাতন বলে-আমাকে ছেড়ে দাও। নতুন বলে-আমাকে ধরো। পুরাতনকে সাক্ষী রেখে নতুনের হাতে হাত ধরি। একদিকে নষ্টালজিয়া, অন্যদিকে স্বপ্নের উঁকি। ভালোবাসার অনুভূতিগুলো নতুন করে জেগে ওঠে স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের পথ ধরে স্বপ্নের দেশে ছুটি। এক এক করে বছর শেষ হয়। দিন গুনে নতুনের স্বপ্ন দেখি। পয়লা বৈশাখ স্বপ্নের ঝুড়ি নিয়ে হাজির হয় আমাদের কাছে। আমাদের নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হয়। পয়লা বৈশাখ মানে নতুন করে পথচলা শুরু । নতুন করে পথ চলার স্বপ্ন দেখায়।

পয়লা বৈশাখ নতুন ভাবনার জন্ম দেয়। কেমন করে বাংলার রীতি বিশ্ব নীতিতে পরিণত হয় পয়লা বৈশাখ সেই পথ দেখায়। পয়লা বৈশাখের সকালে তুলসী গাছে ঝারা (জল) দেওয়া শুরু হয়। গ্রাম বাংলার এমন রীতি আর কোথাও পাওয়া যায় না। 'একটি গাছ -একটি প্রাণ' এমন ধারণার জন্ম দেয়। সকালে মাঠে খড়ের আঁটি জ্বালিয়ে মাতা বসুন্ধরাকে আগুনের সেক দেওয়া হয়। মনে করা হয় মাতা বসুন্ধরা গর্ভবতী হয়েছে, তাই ওইদিন মাটি খোঁড়া নিষেধ করা হয়। বসুন্ধরা রক্ষা শপথের দিন বলা যায় যা আজ বিশ্বে বসুন্ধরা সম্মেলন বলে বিবেচিত হয়। ওইদিন সকালে গো মাতাকে পায়েসের ভোগ খাওয়ানো হয়। পশু সংরক্ষণের এই আধুনিক নীতি বাংলার সনাতনী রীতি। ওইদিন স্নানের আগে নিম -হলুদ বাঁটা গায়ে মাখি । স্বাস্থ্য চর্চার দিন হয়ে ওঠে। ওইদিন পরিবারের যে যেখানে থাকে দূরে-কাছে, সবাই ফিরে আসে বাড়িতে। স্মৃতির টানে আমরা কেমন আবেগ প্রবন হয়ে উঠি বাড়ির ফেরার টানে। তাই ওইদিনকে পুনর্মিলনের দিনও বলা যায়। দোকানে দোকানে শুভ মহরৎ জন্যে হালখাতা। নতুন করে হিসেবে করা। গণেশ পুজো। বছর শুরু হয় এমন একটা দিনের যার সঙ্গে বছরের কোনো দিনের তুলনা করা যায় না। পয়লা বৈশাখ শুধু বাঙালির - বাংলার নয়, সারা ভারতের -বিশ্বের। তাই পয়লা বৈশাখ একটা শপথ করার দিন। শুধু নিজেকে ভালো করার জন্যে নয়, সবাইকে। সারা বিশ্বকে নতুন পথের দিশারী হয়ে ওঠে। পয়লা বৈশাখ (উৎসব) তাই এতো মিষ্টি-মধুর, এতো মনোরম!

পয়লা বৈশাখ তুমি যেও নাকো কোথাও, ফিরে এসো আমাদের ভাবনায়। ফিরে এসো মধুমাসে মধুর হয়ে এই রূপসী বাংলায়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

'মুখ্যমন্ত্রী কেন মুসলমানদের ভয় দেখাচ্ছেন দাঙ্গা করবেন না বলে?'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: মুখ্যমন্ত্রী নমাজ পরে বলছেন দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা হতে দেবেন না। তার মানে মুসলমানরা দাঙ্গা করে নাকি, মুসলমানরা দাঙ্গাবাজ! মুখ্যমন্ত্রী কেন বারবার মুসলমানদের ভয় দেখাচ্ছেন যে দাঙ্গা করবেন না বলে? বর্ধমান শহরের ডিভিসি মাঠে কানাইনাটশাল এলাকায় শুক্রবার প্রাতর্ভ্রমণে এসে বড়নীলপুর বাজারে চা চক্রে যোগ দিয়ে সাংবাদিক মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

এদিন তিনি চা চক্র শেষ করে বড়নীলপুর শ্রীগুরু আশ্রমে যান পুজো দিতে। দিলীপবাবু তৃণমূলের উদ্দেশে বলেন, 'ওদের নেতারা কেমন ডাইলগ দিচ্ছে, কি বলছে উত্তেজিত হয়ে হাত ভাঙবে পা ভাঙবে, আমি তো চুপ করে বসে থাকতে আসিনি চ্যালাকাঠ কেন গোটা কাঠও দেব। ওইদিন চলে গিয়েছে বিজেপি পুরোপুরি জবাব দেবে।' তৃণমূল নেতা শাহাজাহান প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপবাবু বলেন, 'টিএমসি ওকে ফাঁসিয়েছে, ওকে দিয়ে টাকা তুলিয়েছে, ভোট রিগিং করিয়েছে, ও জানে ও সারাজীবন জেল থেকে বেরতে পারবে না। সিবিআই তদন্ত করছে ও একা কেন দোষী হবে,যারা যারা দোষী হবে সবাই ধরা পড়বে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিরোধী পক্ষে ছিলেন তখন সিবিআইয়ের কথা বলতেন। যেই সরকারে এসে দুর্নীতি করলেন, তখন সিবিআইয়ের বিরোধিতা করলেন। ওনার পার্টির লোকেরাও সিবিআই চায়, ইডি চায়।'

তিনি আরও বলেন, 'আগামী উৎসবে যেন শান্তিপূর্ণ ভাবে আনন্দ তুলে ধরতে পারি তার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই। প্রশাসনকে বলতে চাইছি বিনা কারণে দিদিমণির মতো ঝামেলা করবেন না, আজকে হিন্দু সমাজ থেকে গিয়েছে, রামমন্দির হয়ে গিয়েছে, চারটে পুলিশ পাঠিয়ে চমকাবেন না বা দু'-চারটে দাঙ্গাবাজকে পাঠাবেন না হিন্দু সমাজ কিন্তু জবাব দেবে।'

মন্দিরে পুজোর খিচুড়ি পরিবেশন বিজেপি প্রার্থী আলুওয়ালিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার দু'দিন পর শুক্রবার এলেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। এদিন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ দুর্গাপুর থেকে আসানসোলের ঘাগরবুড়ি মন্দিরে আসেন তিনি।

তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিজেপির জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায় ও কুলটির বিধায়ক ডাক্তার অজয় পোদ্দার। দুর্গাপুর থেকে মন্দির আসার পথে বেশ কয়েক জায়গায় তাঁকে সংবর্ধনা জানান দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা। মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর চলে যান মন্দির সংলগ্ন ধর্মচক্রে। সেখানে দল থেকে কর্মী ও সমর্থকদের জন্য খিচুড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এসএস আলুওয়ালিয়া খেতে বসার আগে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের নিজের হাতে খিচুড়ি পরিবেশন করেন। পরে সমর্থকদের মাঝে মাটিতে বসে খিচুড়ি খান। মন্দির থেকে বেরিয়ে চলে আসেন আসানসোলে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে। সেখানে কর্মিসভা করার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। ভোটে তাঁর প্রচারে মুখ্য ইস্যু কী সেই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'তাঁর লোকসভার অন্তর্গত বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে প্রচারে গিয়ে জনগণের কাছে তাঁদের অভাব অভিযোগ শুনে তবেই বলতে পারবেন প্রচারের ইস্যু।'

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: শুক্রবার বর্ধমান সদর থানার জোড়া মন্দির লক্ষ্মীপুর মাঠ এলাকা থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম সুদীপ্ত নন্দী, বয়স ৩৩ বছর। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও রকম ঝগড়া অশান্তি কিছুই ছিল না হঠাৎ শুক্রবার ভোররাত তিনটে নাগাদ তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তাঁর মা। এলাকার মানুষজনকে ডাকাডাকি করে বর্ধমান সদর থানায় ফোন করা হয়। বর্ধমান থানার পুলিশ এসে সুদীপ্ত নন্দীর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। তবে কেন সে এই ধরনের কাজ করলেন, তা বুঝে উঠতে পারছে না পরিবারের লোকজন।

চারটি দোকানে চুরি, তিনজনকে পুলিশের হাতে দিলেন দোকানিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার অন্তর্গত দেবীপুর স্টেশন বাজারে পরপর চারটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটল। দোকানদারদের দাবি, শুক্রবার ভোররাতে চুরির ঘটনা ঘটে। দোকানের টিনের ছাউনি কেটে চুরি করতে ঢোকে চোরেরা। সকালে দোকান খুলতেই চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় বাজারে। খবর যায় মেমারি থানায়। মেমারি থানার পুলিশ এসে তদন্তের আশ্বাস দেয়। এরই মধ্যে বাজারে ঘোরাঘুরি করতে থাকা তিনজনকে দেখে সন্দেহ হওয়ায় পাকড়াও করে দোকানদাররা পুলিশের হাতে তুলে দেন। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই বাজারে ছোটখাটো চুরির ঘটনা ঘটে আসছিল। কিছুদিন ধরে দেবীপুর স্টেশন চত্বরে মাদকদ্রব্যের রমরমা ব্যবসা ও সেবনকারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তাঁরাই এমন কাজ করতে পারে বলে ধারণা দোকানদারদের।

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস রেগুলেশন ১২ অধীনে)
ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যাপলায়েন্সেস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যাপলায়েন্সেস লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২০ জুলাই ২০০৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U31901WB2006PLC110699
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিসের (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	পি-১৬১, ভিআইপি রোড, থানা - মানিকতলা, কলকাতা - ৭০০০৫৪, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	০৯.০৪.২০২৪
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	০৯.০৪.২০২৪
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	IBBI/IPA-003/IP-N00373/2021-2022/13799
৯.	বোর্ডে নিবন্ধীকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	subhomusic@gmail.com
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	subhomusic@gmail.com cirp.capitalelec@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৯.০৫.২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড অ্যাপলায়েন্সেস লিমিটেড**-এর লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ০৯.০৪.২০২৪।
ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড অ্যাপলায়েন্সেস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **০৯.০৫.২০২৪** তারিখে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
লিকুইডেটরের নাম :
সুব্রত ঘোষ
তারিখ : ১৩.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা
IBBI/IPA-003/IP-N00373/2021-2022/13799

প্রচার শুরু আসানসোলের বিজেপি প্রার্থী আলুওয়ালিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: শুক্রবার সকাল থেকে প্রচার শুরু করলেন আসানসোলের বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। অণ্ডাল গ্রাম থেকে তাঁর প্রচার শুরু করলেন। অণ্ডাল গ্রাম মোড়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তাঁকে সংবর্ধনা জানান এবং তিনি বলেন, 'আজ থেকে অণ্ডাল গ্রাম থেকেই তাঁর প্রচার শুরু হল। সারাদিন ধরে আসানসোলে কর্মসূচি আছে। দিন কয়েক আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে কীর্তি আজাদকে বসিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, যারা বাংলা জানে না, বাংলা বোঝে না বাংলা সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই তারা আবার কি বাংলার জন্য গ্যারান্টি দেবে? আবার সেই বাংলা না জানা লোককেই প্রার্থী করল তৃণমূল। এ প্রসঙ্গে তিনি তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বলেন যে, ওটা তৃণমূলের বিচারধারা তারাই বলতে পারবে।' যদিও এই বিষয়ে বিশেষ কিছু মন্তব্য করতে নারাজ আসানসোল লোকসভার প্রার্থী সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া।।

বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ, প্রতিবাদ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার খানাকুল বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের দাদাগিরির প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূলের। এদিন খানাকুল থানার সামনে এই অবস্থান বিক্ষোভ চলে। জানা গিয়েছে, রাজহাটির সাধারণ ব্যবসায়ী অরিন্দম ভৌমিককে বিজেপি বিধায়ক প্রকাশ্য রাস্তায় মারধর করেন বলে অভিযোগ ওঠে। তাই তৃণমূল খানাকুলের বিজেপির বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের গ্রেপ্তারের দাবিতে শুক্রবার থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী ও সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শেখ হায়দার আলি, তৃণমূল নেতা মিন্টু বাগ, খানাকুল এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীপেন মাইতি ও প্রাক্তন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ বাগ, আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, 'আমরা খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের দাদাগিরির প্রতিবাদে মানুষের দরবারে অবস্থান বিক্ষোভ করলাম। উনি আইন হাতে তুলে নিয়েছেন। আইনের লোক হয়ে কী ভাবে একজন ব্যবসায়ীকে মারধর করেন। পঞ্চায়েত সমিতি থেকে পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে তা হলে সাধারণ মানুষকে জল দিতে পারছেন না। এটা কাদের ব্যর্থতা, তা তুলে ধরতেই তৃণমূল কংগ্রেস অবস্থান বিক্ষোভ করে।'

অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি হায়দার আলি বলেন, 'খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ একজন অপদার্থ বিধায়ক। আইন হাতে তুলে নিয়েছেন। এইরকম এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন। তৃণমূল কংগ্রেস তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বিজেপি বিধায়কের দাদাগিরির জবাব খানাকুলের মানুষ দেবে।' অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, 'লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূল নাটক করতে এইসব করছে। সাধারণ মানুষের জলের দাবিতে বিজেপি লড়াই করছে। খানাকুল দু'নম্বর ব্লকে তৃণমূলের কোনও সংগঠন নেই। বাইরে থেকে লোক নিয়ে গিয়ে একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে হচ্ছে তৃণমূলকে। তৃণমূল একটা চোরের দল। সাধারণ মানুষ সব বুঝতে পারছে।' বিজেপি নেতা বিমান ঘোষের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী বলেন, বৃক্ষ তোমার নাম কি, ফলেনও পরিচায়ও।আরামবাগ লোকসভায় পড়ে খানকুল। তাই তৃণমূল কর্মীরা গেছে।সবমিলিয়ে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভকে ঘিরে এদিন থানা চত্বরে রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা যায় খানাকুলে।

কাজ করে ফেরার পথে যুবকের ওপর প্রাণঘাতী হামলা দুষ্কৃতীদের, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রকাশ্য রাস্তায় যুবককে চাকু দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে মালদা শহরের ব্যস্তবহুল এলাকা হিসেবে পরিচিত রথবাড়িতে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। যদিও এই হামলার সময় এলাকার আশেপাশের লোকজন চিৎকার করে ধাওয়া করলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় মানুষেরাই আহত যুবককে চিকিৎসার জন্য ভর্তির ব্যবস্থা করেন মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। পুরো বিষয়টি নিয়ে আহত যুবকের পরিবার দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত যুবকের নাম সামিউল শেখ (২৮)। তার বাড়ি ইংরেজবাজার পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি কলোনি এলাকায়। রথবাড়ি এলাকায় ওই যুবক একটি গ্যারেজে কাজ করে। প্রতিদিনের মতো এদিন রাত এগারোটা নাগাদ কাজ করে বাড়ি ফিরছিল ওই যুবক। অভিযোগ, ঠিক সেই সময় কয়েকজন এসে তার পথ আটকে তার পেটে এলোপাথাড়ি চাকু দিয়ে কোপাতে থাকে। এরপরই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ওই যুবক। পরে স্থানীয়রা ওই যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

এদিকে শুক্রবার ওই যুবকের অস্ত্রোপচার করা হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। তবে কে বা কারা ওই যুবককে চাকু মেরে খুনের চেষ্টা চালায় তা পরিষ্কার করে জানতে পারেনি আহতের পরিবারের লোকেরা। কি কারণে এই হামলা তাও জানা যায়নি। এদিকে রথবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এই ঘটনা ঘটায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার বাজার থানার পুলিশ।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা সম্পর্কিত
এবং
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
মেঘদূত মার্কেন্টাইল প্রা. লি. (CIN : U51909WB1996PTC076952) রেজিস্টার্ড অফিস ১২৭, এন এস রোড, ২য় তল, রুম নং - ৫, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **২২ মার্চ ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"ছত্তিশগড় রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা, (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
মেঘদূত মার্কেন্টাইল প্রা. লি. -এর পক্ষে
স্বা/-
অরিন্দম চক্রবর্তী
(ডিরেক্টর)
তারিখ : ১২.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন - ০০৪৮১৯৫৮

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৪/১৩, তারিখ ১২.০৪.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দঃপূঃরেলওয়ে, হেড কোয়ার্টারস অফিস (৬ষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ 'ই'-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেমের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা নিম্নলিখিতমতো ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সব টেন্ডার দুপুর ২টায় বন্ধ হবে। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; খোলার নির্ধারিত তারিখ; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; ইএমডি পরিমাণ** যথাক্রমেঃ **(১) আইএফ২৪৫৩২০;** ২৯.০৪.২০২৪; আপগ্রেডেড এইচটি-সিবিসির জন্য ওয়্যার প্লেট সহ স্ট্রাইকার কাস্টিং; ২০৫টি; ৬৫,৩১০ টাকা। **(২) ৮৩২৩৫২২৯সি;** ২৩.০৪.২০২৪; ইউটিএস থার্মাল প্রিন্টার; ২৭৬টি; ১,৩৪,৮৩০ টাকা। **(৩) এসই আরকেজিপিডব্লু-টিএডিকে-২৩-২৪;** ২৯.০৪.২০২৪; আউটসোর্সিং এজেন্সির মাধ্যমে চুক্তির ভিত্তিতে টিএডিকে-র পরিবর্তে অ্যাটেন্ড্যান্ট ভাড়া করা; ২৬৪ ম্যান-মান্থ; ১,৭৪,৪০০ টাকা। **(৪) আইজি২৪৫৪০৪;** ০১.০৫.২০২৪; ৩০০ সিএফএম, ১০ কেজি/বর্গসেমি ক্ষমতার রোটারি স্ক্রু ডিজেল এয়ার কম্প্রেসর; ০২টি; ৭৫,৬৯০ টাকা। **(৫) আইই২৪৫২৩৬;** ২৪.০৪.২০২৪; আপগ্রেডেড এইচটি-সিবিসির জন্য ইয়ক; ১৮০টি; ৭০,০৩০ টাকা। **(৬) ৩৮২৪৩৯০৪;** ৩০.০৪.২০২৪; বিওএক্সএন ওয়াগন ইত্যাদির জন্য এম্পটি লোড ডিভাইস কমপ্লিট; ১৯২০টি; ১,৩৬,৩২০ টাকা। **(৭) ৩৮২৪১৫৬২;** ০২.০৫.২০২৪; ওয়াগনগুলিতে এয়ার ব্রেকের জন্য ভেন্ট সহ কাট-অফ অ্যাঙ্গল কক্; ১৫২৪৯টি; ২,৪১,৪০০ টাকা। **(৮) ৪৩২৩৫০১৪এ;** ২৬.০৪.২০২৪; স্প্লিট এয়ার-কন্ডিশনার ইত্যাদি সরবরাহ; ৭৮টি; ৬০,৫৫০ টাকা। **(৯) ৪৬২৩৩১৬০এ;** ২৯.০৪.২০২৪; ডিসকানেক্টিং এবং আর্দিং ডিভাইস ইত্যাদি; ৮০টি; ৫৫,৭৫০ টাকা। **(১০) এইচবি২৪৫৬৩৮;** ০২.০৫.২০২৪; ইঞ্জেকশন ইনসুলিন ডিগ্লুডেক ৭০% ইনসুলিন অ্যাসপার্ট ৩০% ১০০ আইইউ/মিলি, অন্তত একটি ফ্রি পেন এবং প্রতি ২৫টি কার্ট্রিজে আটটি ফ্রি নিড্‌ল সহ ৩ মিলি কার্ট্রিজ। প্রোডাক্টটি রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদিত প্রোডাক্ট লিস্টে থাকতে হবে; ৪১৪৮ কার্ট্রিজ; ৭২,৩০০ টাকা। **(১১) আইই২৪৫২৪৫;** ২৬.০৪.২০২৪; ডোর প্যানেলে এলটি-র সাইট, টেস্টিং সরবরাহ; ০৩ সেট; ৫৮,৪১০ টাকা। **(১২) এডি২৪১৩৩২;** ২৬.০৪.২০২৪; ব্রাশলেস অল্টারনেটর ৪.৫ কেডব্লু ইত্যাদি; ২০টি; ৫৭,৫১০ টাকা। **(১৩) ওআই২৪১০৩৮এ;** ৩০.০৪.২০২৪; বিওএক্সএন এবং বিসিএন ওয়াগনগুলির জন্য বগি সেন্টার পিভট বটম; ৩০০টি; ৫০,৫৫০ টাকা। **(১৪) ওই২৩৫৪৯৮;** ০৬.০৫.২০২৪; এলএইচবি কোচগুলির স্প্রিংয়ের জন্য ম্যাগনাফ্লাক্স টেস্টিং মেশিন সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ; ০১টি; ৫৪,২৪০ টাকা। **(১৫) ওই২৪৫১৫২;** ০৬.০৫.২০২৪; ২৫ টন ক্ষমতার (ইউনিভার্সাল) বিদ্যুৎচালিত সিনক্রোনাইজড্ লিফ্টিং জ্যাক সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ; ০১ সেট; ৭২,০০০ টাকা। **(১৬) এডি২৪১৩৪০;** ০২.০৫.২০২৪; উন্নতমানের হাই টেন্সাইল টাইট লক্ সেন্টার বাফার কাপলার ইত্যাদি; ১৫টি; ৯৭,৩২০ টাকা। **(১৭) ৮০২৩৫০১২সি;** ৩০.০৪.২০২৪; ডাইইথিলিন গ্লাইকল হাইড্রলিক ফ্লুইড এবং এয়ার কম্প্রেসর অয়েল ইত্যদি; ৫৩+১১=৬৪টি; ৫৩,০১০ টাকা। **(১৮) ৪৩২৩৫০১৫এ;** ২৩.০৪.২০২৪; ইউনিটারি এয়ার কন্ডিশনার (উইন্ডো ১.৫ টন) ইত্যাদি সরবরাহ; ২০৮টি; ১,৪০,৫৩০ টাকা। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** অন্যান্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে এবং এর পরে প্রকাশিত কোনও সংশোধনীর জন্য সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-31)**

ঝাড়গ্রামে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শুক্রবার নয়াগ্রাম থানার বাংলা-ওড়িশা সীমান্তবর্তী নরসিংহপুর, ভালুকাবাসা সহ একাধিক এলাকায় নয়াগ্রাম থানার পুলিশ ও আবগারী দপ্তরের কর্মীরা যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে প্রচুর চোলাই মদ উদ্ধার করে। বেআইনি চোলাই মদের ঠেকগুলি থেকে ৭০ লিটার চোলাই মদ ও ৭৬০০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণ উদ্ধার করার পর নষ্ট করে দেওয়া হয়। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের কর্মীরা গ্রামগুলিতে যাওয়ার আগেই চোলাই মদের কারবারিরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ওই গ্রামগুলি থেকে বিভিন্ন এলাকায় চোলাই মদ সরবরাহ করা হত বলে জেলার আবগারি সুপারিন্টেন্ডেন্ট তন্ময় গুহ জানান। তিনি বলেন, গ্রামগঞ্জে চোলাই মদের রমরমা কারবার বন্ধ করতে প্রতিনিয়ত পুলিশের অভিযান চলবে। আগামী দিনে চোলাই মদের বিরুদ্ধে বড়সড় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ছুরির আঘাতে যুবক খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: ছুরির আঘাতে যুবক খুনের অভিযোগ। উলুবেড়িয়া চেঙ্গাইল কলাবাগান এলাকার ঘটনা। মৃত যুবকের নাম বাপন মান্না। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে উলুবেড়িয়ার চেঙ্গাইল কলাবাগান এলাকায় বাইকের আওয়াজ করা নিয়ে মৃত বাপন মান্নার দাদা ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে এলাকারই অন্য একটি দলের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতি হয়, তখনকার মতো বচসা মিটে গেলেও জানা যায়, ফের রাত ২.৩০ নাগাদ মৃত বাপন মান্না দাদার খোঁজে ওই এলাকায় যান। অভিযোগ, তখন আকাশ জানা ও সাগর জানা নামে দু'জন বাপনের ওপর হামলা চালান ছুরি নিয়ে। পেটে ছুরির আঘাত নিয়ে গুরুতর অবস্থায় উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এলে চিকিৎসকরা বাপন মান্নাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তদন্ত শুরু করেছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ।

হোটেলের ঘর থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: হোটেলের মধ্য থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। উত্তেজিত জনতা হোটেল ভাঙচুর করেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, হোটেলটি সম্পূর্ণ অবৈধ, আর সেই কারণে খুন হয়েছেন যুবক। এই অভিযোগ তুলে হোটেল ভাঙচুর এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ শুরু করে উত্তেজিত জনতা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে নদিয়ার ধুবুলিয়া থানার সিংহাটি এলাকায়।

জানা যায়, সিংহাটি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একটি হোটেল রয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই হোটেলে সবসময় অবৈধ কাজকর্ম চলে। হোটেলটি মূলত কোনও এক প্রভাবশালী ব্যক্তির হওয়ায় প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করে না। এর আগেও একাধিক বেআইনি কার্যকলাপ ঘটেছে ওই হোটেলে। এদিন সকালে ওই হোটেল থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই খবর স্থানীয়দের কানে পৌঁছলে তাঁরা হোটেলের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন। এরপর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হোটেল ভাঙচুর করতে শুরু করে দেন। দেহ আটকে রেখে শুরু হয় বিক্ষোভ। এরপর ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে এলাকাবাসী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধুবুলিয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। অবশেষে প্রশাসনের তদন্তের আশ্বাস পেলে অবরোধ তুলে নেয়। এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে এই ঘটনায় যাঁরা যুক্ত এবং এই হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠায়। তবে মৃত ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করে পুলিশ। অবশেষে জানা যায় মৃত যুবকের নাম কল্লোল সরকার। বাড়ি কৃষ্ণনগর নাজিরা পাড়ায়। তিনি কৃষ্ণনগর কমার্স কলেজের ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন জি স ছিলেন। তবে কী কারণে খুন তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই হোটেলের সমস্ত সিসিটিভি খতিয়ে দেখার চেষ্টা সহ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সন্তানের মঙ্গল কামনায় নীল ষষ্ঠী পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে বাঁকুড়া জেলাজুড়ে সন্তানের মঙ্গল কামনায় পালন হচ্ছে 'নীল ষষ্ঠী' ব্রত। তিথি অনুযারে বছরের বিশেষ এই দিনটি ষষ্ঠী না হলেও চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন 'নীল ষষ্ঠী' হিসেবেই পরিচিত।

পুরাণ মতে, বিশেষ দিনটিতে মহাদেবের সঙ্গে নীল চণ্ডিকা বা নীলাবতীর বিয়ে হয়েছিল। সমুদ্র মন্থনে উঠে বিষ কণ্ঠে ধারণ করে শিব হয়েছেন 'নীলকণ্ঠ'। আর তাঁর সঙ্গে এদিন নীল চণ্ডিকা বা নীলাবতীর বিবাহ হয়েছিল বলেই এই দিনটি নীল ষষ্ঠী নামে পরিচিত। এদিনের পুজোকে নীল পুজো বলা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, ওই পুরাণেই বর্ণিত আছে, দক্ষযজ্ঞে স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে শিবপত্নী সতী দেহত্যাগ করেছিলেন। পরে নীলধ্বজ রাজার ঘরে নতুন করে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। নীল চণ্ডিকা বা নীলাবতী নামের ওই কন্যার সঙ্গে শিবের বিয়ে দেন রাজা নীলধ্বজ। সেই কারণে নীল ষষ্ঠী, চৈত্র সংক্রান্তি ও গাজন শিব দুর্গার বিয়ের উৎসব হিসেবেও পালিত হয়ে আসছে।

শুক্রবার প্রায় মাঝ রাত থেকেই বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন অতি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এক্তেশ্বর শিবমন্দিরে নীল পুজো এবং গাজন মেলা উপলক্ষে হাজার হাজার ভক্তের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এদিন মহিলারা বাবা এক্তেশ্বর মন্দির এগিয়ে রাতের অন্ধকার থাকতেই সন্তানের মঙ্গল কামনায় এবং পরিবারের মঙ্গল কামনায় প্রদীপ মোমবাতি জেলে পুজো করেন। সন্তানের সুখের জন্য, তাঁর দীর্ঘায়ুর জন্য এই পুজো এবং ব্রত করে থাকেন মায়েরা, নীলের ঘরে বাতি বলতে শিবের ঘরে প্রদীপ জ্বালানোকে বোঝানো হয়। বাঙালির ঘরে ঘরে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই পার্বণ। যা নীল ষষ্ঠী ব্রত নামে পরিচিত। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় এখনই মেলা বসেছে, কিছু কিছু জায়গায় এদিন ভোর রাত থেকেই শুরু হবে বিভিন্ন জায়গায় গাজন মেলা।

বাঁকুড়া জেলায় কিছু বিখ্যাত গাজন মেলার মধ্যে অতি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বাবা মহাদেবের এক্তেশ্বর গাজন মেলা, বিষ্ণুপুরের ষাঁড়েশ্বর শিবের গাজন,তালডাংরার ভীমাড়া কেশাতড়া মহাকালেশ্বর শিব মন্দিরে মেলা, এছাড়াও বাঁকুড়া সদর থানার অধীনে পিরড়াবনি, মলবোনা, শানদার ছান্দার শিবের গাজন, এছাড়াও সংক্রান্তির সন্ধে থেকে ১ বৈশাখ হরিহরপুরের শিবের গাজন। এই গাজনে দারকেশ্বর নদ সংলগ্ন জায়গায় গাজনকে কেন্দ্র করে মেলাতে যাওয়া বহু ভক্ত সেই স্থানে খাসির মাংস ভাত রান্না করে খান, অনেকটা ঠিক বনভোজনের মতো।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি,
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২২.০৫.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**মেসার্স জয় চণ্ডী কৃষি ভান্ডার, স্বত্বাধিকারী শ্রী স্বপন পাল,** পিতা অজিত পাল, গ্রাম :চণ্ডীনগর,পো : দ্বারহট্ট, থানা : জঙ্গিপাড়া, জেলা: হুগলি,পব, ৭১২৪০৩, **শ্রী স্বপন পাল, স্বত্বাধিকারী : মেসার্স জয় চণ্ডী কৃষি ভান্ডার,** পিতা অজিত পাল, গ্রাম : চণ্ডীনগর, পো দ্বারহট্ট, থানা : জঙ্গিপাড়া,জেলা : হুগলি, পব, ৭১২৪০৩ এবং শ্রীমতি রুমা পাল,স্বামী স্বপন পাল, গ্রাম : মীর্জাপুর, গ্রাম : চণ্ডী নগর, পো : দ্বারহট্ট, থানা : জঙ্গিপাড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২৪০৩। **শাখা :** আরামবাগ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের জমি পরিমাণ ৪ শতক কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : খামারচণ্ডী, জেএল নং : ৭২, আরএস খতিয়ান নং ৯৬, এলআর খতিয়ান নং ৪২৪, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪১৫, ৪১৬, আশুতোষ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : হরিপাল, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও হরিপাল, উল্লেখ্য দলিল নং ৩৯০৪-২০০৬ সালের, তারিখ ২১.০৭.২০০৬, বুক নং ১, ভলুম নং ৮৬, পৃষ্ঠা ৩২৯ থেকে ৩৪০, সম্পত্তি শ্রী স্বপন পালের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সচীন চ্যাটার্জির সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** রঞ্জিৎ মুখার্জির সম্পত্তি, **পূর্বে :** সড়ক, **পশ্চিমে :** পুকুর।	২২.০৫.২০২৪, **৬২৬১২৪৪.০০ টাকা (বাষট্টি লাখ একষট্টি হাজার দুশো চুয়াল্লিশ টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **১২.০৪.২০২৪** অনুযায়ী এবং **১৩.০৪.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **৩৪,৭২,০০০ টাকা** (চৌত্রিশ লাখ বাহাত্তর হাজার টাকা) খ) **৩,৪৭,২০০ টাকা** (তিন লাখ সাতচল্লিশ হাজার দুশো টাকা) গ) **২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50295133939A** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**
	মেসার্স জয় চণ্ডী কৃষি ভান্ডার, স্বত্বাধিকারী শ্রী স্বপন পাল, পিতা অজিত পাল, গ্রাম :চণ্ডীনগর, পো : দ্বারহট্ট, থানা : জঙ্গিপাড়া, জেলা: হুগলি,পব, ৭১২৪০৩, **শ্রী স্বপন পাল, স্বত্বাধিকারী : মেসার্স জয় চণ্ডী কৃষি ভান্ডার,** পিতা অজিত পাল, গ্রাম : চণ্ডীনগর, পো দ্বারহট্ট, থানা : জঙ্গিপাড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২৪০৩ এবং শ্রীমতি রুমা পাল,স্বামী স্বপন পাল, গ্রাম : মীর্জাপুর, গ্রাম : চণ্ডী নগর, পো : দ্বারহট্ট, থানা : জঙ্গিপাড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২৪০৩। **শাখা :** আরামবাগ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের জমি পরিমাণ ৭ শতক কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : চণ্ডীনগর, জেএল নং : ৭৬, আরএস খতিয়ান নং ৪১৪, এলআর খতিয়ান নং ৪১৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮, রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : জঙ্গিপাড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও জঙ্গিপাড়া, উল্লেখ্য দলিল নং ১৮৮৮-১৯৯৮ সালের, তারিখ ০৬.১১.১৯৯৮, বুক নং ১, ভলুম নং ২২, পৃষ্ঠা ২৩১ থেকে ২৩৬, সম্পত্তি শ্রী স্বপন পালের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রবীর মন্ডলের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** দেবাশিস মন্ডলের সম্পত্তি, **পূর্বে :** সড়ক, **পশ্চিমে :** গোপাল দাসের সম্পত্তি ।	২২.০৫.২০২৪, **৬২৬১২৪৪.০০ টাকা (বাষট্টি লাখ একষট্টি হাজার দুশো চুয়াল্লিশ টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **১২.০৪.২০২৪** অনুযায়ী এবং **১৩.০৪.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২৯,২৩,০০০ টাকা** (উনত্রিশ লাখ তেইশ হাজার টাকা) খ) **২,৯২,৩০০ টাকা** (দুই লাখ বিরানব্বই হাজার তিনশ টাকা) গ) **২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50295133939B** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**
২	**শেখ সৈফুদ্দিন,** পিতা শেখ মহীউদ্দিন, গ্রাম : মীরপুর, পো : বামুনারি, জেলা : হুগলি, পব,৭১২২৫০। **শাখা :** কোন্নগর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৩ ছটাক ৪২ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭৯২, এলআর খতিয়ান নং ১৩১৬, আরএস খতিয়ান নং ৩২৭, মৌজা : মীরপুরর, জেএল নং ২৪, থানা : ডানকুনি, জেলা : হুগলি , রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর জনাই, উল্লেখ্য দলিল নং ৭১২৪ -২০২০ সালের, তারিখ ৩০.১২.২০২০, বুক নং ১, ভলুম নং ০৬০৮-২০২১, পৃষ্ঠা ২৪০৭ থেকে ২৪২৭ সম্পত্তি শেখ সৈফুদ্দিন এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** দাগন নং ৭৯১ সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, **পূর্বে :** দাগ নং ৭৯২ সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** দাগ নং ৭৯৩ সম্পত্তি।	২২.০৫.২০২৪, **৪৭৮৯৭১.০০ টাকা (চার লাখ আটাত্তর হাজার নশো একাত্তর টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **১২.০৪.২০২৪** অনুযায়ী এবং **১৩.০৪.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **৭,১১,০০০ টাকা** (সাত লাখ এগার হাজার টাকা) খ) **৭১,১০০ টাকা** (একাত্তর হাজার একশ টাকা) গ) **১০,০০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB7044384575** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৫.০৪.২০২৪ থেকে ২১.০৫.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২২.০৫.২০২৪; সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম -
https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৩.০৪.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন বিজেপির মিছিল ঘিরে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রথম দিনেই বিজেপির মিছিলকে ঘিরে চরম বিশৃঙ্খলার অভিযোগ তুলল এসইউসিআই। জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনেই এসইউসি-এর কর্মীদের হেনস্তা এবং মহিলাদের গায়ে হাত দেওয়ার অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন সংশ্লিষ্ট দলের নেতাকর্মীরা। শুক্রবার দুপুরে এই দুই দলের বাকবিতণ্ডা থামাতে গিয়ে রীতিমতো কালঘাম ছুটে যায় কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ও কর্মীদের। কিছুক্ষণের জন্য তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয় জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে। দুই দলের প্রার্থীরাই এদিন মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসেই এই অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করে বলে অভিযোগ। যদিও পরে ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি

নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু এসইউসিআই-এর অভিযোগ, পুলিশের সামনেই বিজেপির কর্মী সমর্থকরা তাদের দলের কর্মীদের হেনস্তা করেছে এবং মহিলাদের গায়ে হাত দিয়েছে। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই দাবি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার ছিল মালদায় মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার প্রথম দিন। এদিন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসেন। তার সঙ্গে এদিন কয়েকশ কর্মী ও সমর্থকেরা ছিলেন। যদিও বিজেপির মনোনয়ন জমা দেওয়ার পূর্বেই জেলা প্রশাসনের প্রথম গেটেই দিয়ে আসার কথা থাকলেও দলীয় প্রার্থী অধিকাংশ কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে ফোয়ারা মোড় সংলগ্ন অপর গেট দিয়ে প্রবেশ করে। আর সেখানেই আগে থেকেই এসইউসিআই-এর প্রার্থীর সমর্থনে বেশকিছু কর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত হয়েছিলেন। আর তারপরেই দুই পক্ষের মধ্যে স্লোগানকে ঘিরে শুরু হয় তুমুল বাগবিতণ্ডা।

এসইউসিআই-এর মালদা জেলার সম্পাদক গৌতম সরকার বলেন, এদিন আমাদের দলের উত্তর এবং দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের দুই প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসেছিলেন। তাদের সঙ্গে দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরাও ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই জেলা প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় গেটে একদল বিজেপির কর্মী আমাদের মহিলাদের গায়ে হাত দেয় এবং অশালীন আচরণ করে। সেই মুহূর্তে প্রতিবাদ করলে তখনই বিজেপির কর্মীরা আমাদের মারমুখী হয়ে ওঠে। সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে গোটা ঘটনা দেখছিল। তখনই আমরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকলে পুলিশ এসে পাল্টা আমাদেরই শাসাতে থাকে। এখন থেকেই বিজেপির কর্মীদের এরকম আচরণ থাকলে, নির্বাচনে এরা কি করবে তা ভেবেই আমরা এখন থেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। নির্বাচন কমিশনের কাছে এই ঘটনার ব্যাপারে অভিযোগ জানানো হবে।

এদিকে এ প্রসঙ্গে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু বলেন, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা ওদের আগেই আমরা প্রশাসনিক ভবনের বাইরে নির্দিষ্ট জায়গায় মিছিল শেষ করি। এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতোই কয়েকজন মিলে প্রবেশ করছিলাম। অনেক ভিড় জমে গেছিল। ফলে পুলিশ ব্যারিকেটের সামনে থেকে ভিড় ফাঁকা করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। দলের কোনও সমর্থক কারোর সঙ্গে কোনওরকম দুর্ব্যবহার করেননি। যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অভিষেকের নির্দেশমতো বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার সারছেন জনপ্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অভিষেক বাণী যেন ম্যাজিকের মতো কাজ করছে মালদার দুই পুরসভা এলাকায়। রাতদিন এক করে বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছেন, 'তৃণমূলকে ভোট দিন, প্রার্থীদের জয়ী করুন' তাহলেই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। বিগত দিনে লোকসভা নির্বাচনের সময় তৃণমূলের একাংশ জনপ্রতিনিধিদের গা ছাড়া মনোভাব নিয়েই দলের একাংশের মধ্যেই বিস্তর অভিযোগ উঠছিল। কিন্তু সম্প্রতি মালদায় নির্বাচনী কর্মী বৈঠক করে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি দলের জন প্রতিনিধিদের সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের জয়ী করতে হবে। জনপ্রতিনিধিরা যে যেখানে নির্বাচিত হয়েছেন, সেখান থেকেই বেশি ভোটে তৃণমূল প্রার্থীদের এগিয়ে রাখতে হবে। বিশেষ করে ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভা দুটি এলাকাতেই দলীয় প্রার্থীদের বিপুল ভোটে এগিয়ে রাখার বার্তাও দিয়েছেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। আর সেই নির্দেশের পরই এখন দুটি পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে ভোট চাইছেন।

উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনে ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে ভরাডুবি হয়েছিল তৃণমূলের। তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছিল বিজেপির শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। একইভাবে পুরাতন মালদা বিধানসভা কেন্দ্রেও তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চৌধুরীকে হারিয়ে জয়ী হয়েছিল বিজেপির গোপাল চন্দ্র সাহা। ফলে রাজ্য নেতৃত্বের এখন বাজপাখির মতো নজর রয়েছে মালদার এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে।

বলাবাহুল্য, ইংরেজবাজার পুরসভা এবং পুরাতন মালদা পুরসভা দুটি তৃণমূল পরিচালিত। ইংরেজবাজার পুরসভার ২৯ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৬ টি ওয়ার্ডও তৃণমূলের দখলে। পুরাতন মালদা পুরসভার ২৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৭ টি ওয়ার্ড তৃণমূলের দখলে। তারপরেও বিধানসভাতে ভরাডুবি হয়েছিল তৃণমূল প্রার্থীদের। সেদিক দিয়ে বিশ্লেষণ করেই মালদায় নির্বাচনী কর্মী বৈঠকের সময় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, এই দুই পুরসভা থেকে জন প্রতিনিধিদের লোকসভা ভোটে তৃণমূলের দুই প্রার্থীকে জয়ী করতে হবে। আর ফল খারাপ হলে, ৫ জুনের পর তার চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে। এমনকী অনেকের পদ চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। এদিকে দলের যুবরাজ তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির এই নির্দেশের পরই এখন কার্যত রাতদিন এক করেই ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভার কাউন্সিলররা নিজেদের এলাকায় নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন। এমনকী বিভিন্ন ওয়ার্ডেও কার্যালয় তৈরি করে সেখানেও ভোটের হিসেব-নিকেশ নিয়ে চলছে আলোচনা। উত্তর মালদা এবং দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের দুই প্রার্থীকে জয়ী করার ক্ষেত্রে পুরসভার জনপ্রতিনিধিরা কোনো খামতি রাখছেন না বলেও দলীয় সূত্রের খবর।

তৃণমূলের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, দুই পুরসভার অনেক ওয়ার্ডেই কাউন্সিলররা সন্ধের পর থেকেই বাড়ি গিয়ে মানুষকে তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন। তৃণমূলের ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের এমন প্রচারেই যেন মনে হচ্ছে পুরো নির্বাচন দোড়গোরায়। কিন্তু নিজেদের পদ টিকিয়ে রাখতে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীদের জন্য সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধিরা।

ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান যথাক্রমে সুমালা আগারওয়াল এবং সাফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, আমরা তৃণমূল দলের সৈনিক মাত্র। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি যেভাবে নির্বাচনী প্রচারে আমাদের কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবেই প্রত্যেকেই কাজ করছি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের কাছে তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য আবেদন রাখছি।

ট্রাইসাইকেলে সিপিএমের প্রচারে শারীরিক ভাবে অক্ষম রবি দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: সামনেই গণতন্ত্রের উৎসব লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রার্থী সহ দলীয় কর্মী সমর্থকরা ব্যস্ত নির্বাচনী প্রচারে। এই নির্বাচনকে ঘিরে প্রচারের ঘনঘটা সারা দেশজুড়েই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার সারছেন তারকা প্রার্থীরা। সেই জায়গায় আজ এক অন্য প্রচার দেখল পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুরের বাসিন্দারা। শারীরিক ভাবে অক্ষম এক ব্যক্তিকে দেখা যায় সিপিএমের হয়ে প্রচার করতে।

জানা যায়, তাঁর নাম রবি দাস। বাড়ি হালিশহর। তিনি শারীরিক ভাবে অক্ষম। পেশায় খেতমজুর। তিনি মনে প্রাণে একজন একনিষ্ঠ সিপিএম কর্মী সমর্থক। পার্টির দু'র্দিনেও তিনি পার্টি ছেড়ে যাননি। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদহের মধ্যে এদিন তাঁকে দেখা যায় ট্রাইসাইকেলে চেপে তিনি সুদূর মুর্শিদাবাদ থেকে সিপিএমের হয়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কাছ থেকেই জানা যায় তিনি দোলযাত্রার আগের দিন ২৪ মার্চ বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। উদ্দেশ্য সিপিআইএম প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করা।

মুর্শিদাবাদ থেকে এখানে আসতে পথে তিনি মুর্শিদাবাদ ,কৃষ্ণনগর এবং রানাঘাট এই তিনটি লোকসভা কেন্দ্র পার করে এসেছেন এবং বর্তমানে তিনি আছেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের এলাকায়। যখন তিনি যে লোকসভা কেন্দ্রের এলাকা দিয়ে গিয়েছেন, তখন তিনি সেখানকার সিপিএম প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেছেন। তিনি সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিমের প্রচারের মাধ্যমে তাঁর এই নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। বর্তমানে এখন তিনি বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী নীরব খাঁর জন্য প্রচার করছেন।

এইরকম একজন একনিষ্ঠ পার্টি সমর্থককে দেখে নসরতপুরের সিপিএম কর্মীরা তাঁকে নসরতপুর পার্টি অফিসে নিয়ে আসেন এবং তাঁর জন্য দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করেন। রবি দাস জানান, তিনি চান আগামী দিনে সিপিএম ক্ষমতায় আসুক এবং সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করুক। এদিন দুপুরে আহারের পর তিনি কালনার দিকে রওনা দেন।

টিকিটের নেশা হিরোইনের নেশার চেয়েও বেশি, দাবি অসীম সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: টিকিটের নেশা হিরোইনের নেশার চেয়েও বেশি বলে জামালপুরে প্রচারে বেরিয়ে বিজেপির প্রার্থী অসীম সরকার দাবি করলেন।

শুক্রবার জামালপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার দুপুর ১২টা নাগাদ প্রচারে এসে একাংশ বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে মন্তব্য করলেন, টিকিটের নেশা হিরোইনের নেশার চেযেও বেশি। এমনই মন্তব্য ঘিয়ে আলোড়ন জামালপুরে রাজনৈতিক মহলে। এছাড়াও তিনি বলেন, 'চোর পাশ নেতার থেকে ৪ পাশ নেতা অনেক ভালো।' জামালপুর বাস স্ট্যান্ড এলাকায় পথসভা থেকে চুরি দুর্নীতি নিয়েও কবিয়াল গান বাঁধলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার।

দুই তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ইদের নমাজে মোনাজত করে শুক্রবার মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর লোকসভার দুই তৃণমূল প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। এদিন বহরমপুরে জেলা তৃণমূল কার্যালয় থেকে মিছিল করে এসে প্রশাসনিক ভবনে তৃণমূলের দুই প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। দুই প্রার্থীর হয়ে এদিন বিশাল সমর্থক মনোনয়ন পর্বে সামিল হয়েছিলেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে দুই প্রার্থীর জয় নিশ্চিত বলে দাবি করা হয়েছে।

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী খলিলুর রহমান বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস ২০১৯ সালে মানুষ আমাদের যে ভাবে আশীর্বাদ করেছিলেন, এবারও সেই হাত থাকবে। জয়ের ব্যাপারে আমরা একশো শতাংশ আশাবাদী।' ৯ নম্বর লোকসভা কেন্দ্রে থেকে খলিলুর রহমান ও ১১ নম্বর মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্র থেকে আবু তাহের খান মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন। তৃতীয় দফায় জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের নির্বাচন ৭ মে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯ এপ্রিল। মনোনয়নের প্রথম দিনই জেলার দুই লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিলেন।

গতকালই পবিত্র ইদল ফিতর উৎসব গিয়েছে। ইদের নমাজে দুই প্রার্থীর সঙ্গে মোনাজত করেন বহু মানুষ। তৃণমূল সূত্রে খবর, ইদের নমাজে মোনাজত করেই পরদিন জুম্মাবারে (শুক্রবার) মনোনয়ন দেওয়ার ঘোষমা করা হয়েছিল। দুই প্রার্থীর সমর্থনে দুই লোকসভা কেন্দ্র থেকে গাড়িতে প্রায় দুই শতাধিক সমর্থকরা বহরমপুর

এসেছিলেন। প্রথমে জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেই বিশাল মিছিল নিয়ে প্রশাসনিক ভবনে সামনে আসেন সমর্থক। প্রশাসনিক ভবনের দুশো মিটার ব্যাসার্ধে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। প্রার্থীর সঙ্গে মাত্র চারজনকে ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। একই দিনে ৬২ নম্বর ভগবানগোলা বিধানসভার উপ নির্বাচনের দিন রয়েছে। কিন্তু এদিন ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেননি। পাশাপাশি অন্য দলের পক্ষ থেকেও এদিন কোনও মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি। স্কুটনির তারিখ ২০ এপ্রিল। এই দুই কেন্দ্রের মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল।

এদিনের মনোনয়নপত্র জমা দিতে হাজির ছিলেন রাজ্যে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান, জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেন, কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার, হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখ। মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে প্রশাসনিক ভবন মুড়ে ফেলা হয়েছিল।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামে ভোট কেন্দ্র পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের ভোট কেন্দ্রের পরিদর্শনে সাইকেল চালিয়ে এলেন নদিয়ার জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ। সকালে নদিয়ার ভীমপুর থানার হুদাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিদর্শন করলেন নদিয়ার জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ।

শুক্রবার সকালে সাইকেল চালিয়ে তিনি প্রথমে স্কুল পরিদর্শন করেন এবং সাধারণ মানুষ যাঁরা ওই এলাকার ভোটার তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে। এই এলাকায় ভোট কেমন শান্তিপূর্ণ ভাবে হয় তা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জানলেন। পাশাপাশি সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম হুদাপাড়া হওয়ায় সীমান্তের গ্রামে হেঁটে হেঁটে বিভিন্ন সমস্যার কথাও শোনেন জেলাশাসক।

সীমান্ত লাগোয়া সাধারণ মানুষের যে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে তা নির্বাচনের পর দেখবেন বলে জানিয়েছেন। এদিন সীমান্তের ভোট কেন্দ্র পরিদর্শনে জেলাশাসকের সঙ্গে ছিলেন সদর মহকুমাশাসক ছাড়াও চাপড়া ব্লকের বিডিও এবং নির্বাচন আধিকারিক। গ্রামে জেলাশাসক এসে তাঁদের অভাব

অভিযোগ শুনে আশ্বাস দেওয়ায় এলাকার মানুষও খুব খুশি।

এদিন সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় জেলাশাসক আসার খবর পৌঁছতেই সাধারণ মানুষভিড় জমাতে শুরু করে। গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্ভীক ভাবে ভোটদানের নানান কথাবার্তা আলোচনা করা ছাড়াও ভোটকেন্দ্রে উপযুক্ত বিভিন্ন পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন নদিয়া জেলা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা।

কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কথা জেলাশাসক ও সিপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শুক্রবার সকালে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক এস পোন্নাবলম এবং আসানসোল দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরীর নেতৃত্বে আসানসোল দক্ষিণ থানা এলাকার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু ভোটদানের প্রতি ভোটারদের মধ্যে আস্থা বাড়ানোর এই কর্মসূচিতে ডিএম ও সিপি তাঁরা এলাকায় মানুষের মুখোমুখি হন এবং ভোটের দিন ভোট দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

ভোটাররা ভোট দিতে গিয়ে কোনও সমস্যায় পড়েছেন কি না, তা জানার চেষ্টাও করেন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, তাদের সম্ভাব্য সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। মহিলা ও যুবকদের ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করেন ডিএম এবং সিপি। তাঁরা লোকসভা সাধারণ নির্বাচনে উৎসাহী হয়ে ভোট দিতে এবং অন্যান্যদের ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান। পরে ডিএম বলেন, 'যেসব ভোটার প্রবীণ, বয়স্ক এবং ৮০ বছরের বেশি বয়সি ভোটার, তাঁরা যদি ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে না চান, তা হলে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে তাঁদের ঘরে বসে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে জেলা প্রশাসন। সেক্ষেত্রে তাঁদের পরিবারের লোকজনকে স্থানীয় নির্বাচন আধিকারিক বা অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

ফিল্মি কায়দায় ছুরি দিয়ে বেছে বেছে মহিলাদের আক্রমণ, ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: তিনদিন আগে এক মহিলাকে ছুরি মারা হয় বারাসাত নবীনসেন পল্লি এলাকায়। ঠিক একই কায়দায় বুধবার রাতেও বারাসাতের ওই নবীনসেন পল্লীর পাশ্ববর্তী এলাকায় পুনরায় একই কায়দায় আরও এক মহিলার বুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। বারাসাত থানার পুলিশ

এই ঘটনার তদন্তে নেমে, সিসিটিভির ফুটেজ ও ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে বৃহস্পতিবার রাতে বছর ৪১ এর বিশ্বজিৎ কর্মকার নামে নীলগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। শুক্রবার ধৃতকে বারাসাত আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। এই ঘটনার পেছনে আসল কি রহস্য সে বিষয়ে এখনও ধন্দে পুলিশ। তবে এই ঘটনার নেপথ্যে ধৃত কি কারণে এই কাজ করেছিল সে বিষয় তদন্ত করছে পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে বারাসতে আদালতে তোলার আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিস্তারিত জানালেন বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্পর্শ নীলাঙ্গি।

শিব ভক্তদের সঙ্গে নাচলেন অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: প্রতিদিন একটানা ভোট প্রচারের কর্মসূচিতে থাকছেন মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল। গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। করছেন জনসংযোগ। শুক্রবার মেদিনীপুর সদর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে পৌঁছে যান বিজেপি প্রার্থী। এদিন শিবের গাজন উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকায় শিবমন্দিরে ভক্তদের সমবেত হতে দেখা যায়। মহিলা শিব ভক্তরা নাচ গানে মেতে ওঠেন। অগ্নিমিত্রা পাল তাঁদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে গানের তালে তালে কোমর দুলিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নাচলেন। অগ্নিমিত্রাকে তাঁদের মধ্যে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন মহিলারা। নাচ শেষ হওয়ার পর শিবভক্ত মহিলাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মেদিনীপুরের বিজেপি প্রার্থী। ভক্তদের মিষ্টি খাওয়ান। অনুরোধ জানান তাঁরা যেন তাঁর পাশে থাকেন।

পাথর খনি শ্রমিকদের জন্য অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়ার সহায়তায় সুরুল সেন্টার ফর সার্ভিসেস ইন রুরাল এরিয়ার উদ্যোগে বীরভূমের মহম্মদ বাজার পাথর শিল্পাঞ্চল এলাকার শ্রমিকদের শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রশমনে অক্সিজেন সাপোর্টের জন্য চারটি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর বিতরণ করা হল। শুক্রবার মহম্মদ বাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হয় এই অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটরগুলি। প্রকল্প সঞ্চালক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, দীর্ঘদিন ধরে পাথর খনি অঞ্চলের শ্রমিকরা শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটরগুলি তাদের কাজে লাগবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্লক আধিকারিকের হাতে এগুলো তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ইনতিয়াজ চৌধুরী, মহম্মদ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রভাসিনি মুর্মু প্রমুখ।

দুবরাজপুর বিধানসভা এলাকায় জোর প্রচার বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধরের। প্রতাপপুর গ্রামে প্রচার শুরু করে বীরভূম লোকসভা প্রার্থী বুনুরি, পণ্ডিতপুর, মঙ্গলপুর, বেলসারা গ্রামে প্রচার করার পর তিনি যান পন্ডিতপুর গ্রামে এখানে প্রার্থীকে পেয়ে গ্রামবাসীরা নিজেদের বিভিন্ন অসুবিধার কথা জানান।

লোকসভার আগে ফের ভাঙন গেরুয়া শিবিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লোকসভা ভোটের মুখে দলবদল অব্যাহত বাঁকুড়া জেলায়। বাঁকুড়ার জগদল্লা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোড়াবাড়ি গ্রামের ৮০টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে যোগ দিল তৃণমূলে। আজ শুক্রবার জগদল্লা এলাকায় থাকা তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে দলে নবাগতদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লক সভাপতি অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল ৮০টি পরিবার। তৃণমূলের দাবি, রাজ্যে তৃণমূলের নেতৃত্বে উন্নয়নের যে কর্মযজ্ঞ চলছে, তাতে সামিল হতেই এই যোগদান। সদ্য

দলবদলুদের দাবি, পাঁচ বছর ধরে বিজেপির সাংসদ সুভাষ সরকার এলাকায় কোনও কাজ করেননি। সেই সুভাষ সরকারই আবার বিজেপির প্রার্থী হওয়ায় তাঁরা দলবদল করছেন। বিজেপি অবশ্য এই দলবদলকে নাটক বলে কটাক্ষ করেছে। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের লোকজনকেই ফের তৃণমূলের পতাকা ধরিয়ে নেতারা নিজেদের নম্বর বাড়াতে চাইছেন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের জন্মতিথি পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগের গান্ধি, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের ১২৮তম জন্মতিথি পালিত হল তাঁর আরামবাগের বাসভবন মায়াপুর কল্যাণ কেন্দ্রে। এখানকার প্রফুল্ল চন্দ্র সেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে এই উপলক্ষ্যে একটি বর্ণময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, আরামবাগের প্রাক্তন পুরোপিতা স্বপন নন্দী, আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতালি বাগ। আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক সলিল চট্টোপাধ্যায়, যুগ্ম সম্পাদক দেবাশিস শেঠ, কলকাতা প্রফুল্ল চন্দ্র

সেন মেমোরিয়াল কমিটির সম্পাদক স্বপন চন্দ্র, রবীন্দ্র গবেষক বিভাংশু দত্ত সহ বিশিষ্টজনেরা।

এই বিষয়ে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ বলেন, 'বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের স্মৃতি বিজরিত জায়গায় তাঁর জন্মতিথি পালন করা হচ্ছে। এখানে এলে একটা মাটির টান অনুভূত হয়। তিনি আদর্শমূলক কাজ করার পথ দেখিয়েছেন।' অপরদিকে মায়াপুর স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক সলিল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নীলপুজোর দিন প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের জন্মতিথি পালন করা হচ্ছে। প্রফুল্ল সেন এখানেই থাকতেন। বহু স্মৃতি রয়েছে।' আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবাশিস শেঠ জানিয়েছেন, প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে। নীল তিথির দিনে জন্ম বলে বাড়ির বড়রা তাঁকে অনেকে নীলু বলে ডাকতেন। এ দিনটি ভূতনাথ অর্থাৎ শিবের তিথি বলে মা তাঁকে ভূতো নামেও ডাকতেন। পিতার কর্মসূত্রে বিহারের সাসারামে তাঁর শৈশব কেটেছে। পরবর্তীকালে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে বিএসসি পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা, এই সময় গান্ধিজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে সবকিছু ছেড়ে স্বদেশি স্কুল হুগলি বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিলেন তিনি। সেখান থেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সংগঠন গড়ে তুলতে প্রথমে আরামবাগে এলেন ১৯২১ সালে। সেই সময় আরামবাগ মহকুমা অত্যন্ত দুর্গম অস্বাস্থ্যকর এবং অনুন্নত এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। তখন হুগলি থেকে কেউ আরামবাগে আসতেই চাইতেন না। প্রফুল্ল চন্দ্রের হাত ধরেই সবদিক থেকে আরামবাগের উন্নয়ন শুরু হয়। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মভূমি আরামবাগকে প্রথম সম্মান জানিয়েছিলেন প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। এই বিষয়ে স্বপন নন্দী বলেন, 'আমার রাজনৈতিক গুরু হলেন প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। তাঁর আদর্শেই আমরা রাজনীতি করি।'

ষাঁড়েশ্বর মন্দিরে পুজো সুজাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ষাঁড়েশ্বরের জলে স্নান করে হাজার বছরের অধিক পুরনো মল্ল রাজাদের ঐতিহ্য ষাঁড়েশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল।

১০০০ বছরেরও অধিক সময় ধরে হয়ে আসা মল্ল রাজাদের ঐতিহ্য ষাঁড়েশ্বর মন্দিরে গাজন উৎসব শুরু হয়েছে। আজ, শুক্রবার রয়েছে রাত গাজন, সকাল থেকেই উপচে পড়া ভিড় ভক্তদের। এদিন সকালে ষাঁড়েশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। প্রথমে ষাঁড়েশ্বরের জলে স্নান-পর্ব সেরে মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করেন তৃণমূল প্রার্থী। কথা বলেন ভক্তদের সঙ্গে।

সিউড়িতে শুভ সূচনা হল তানিস্কের শোরুমের। শুক্রবার সাধারণের জন্য খোলা হলো সোনা ও হীরের গহনার এই শোরুম

প্রধানমন্ত্রীর গ্যারান্টিকে হাতিয়ার, দুর্নীতি নিয়ে পাল্টা খোঁচা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল: লোকসভার প্রচারে গিয়ে নিত্যদিন বিরোধীদের দুর্নীতি নিয়ে খোঁচা দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি। গ্যারান্টি দিচ্ছেন, তাঁর আমলে দুর্নীতিবাজরা শাস্তি পাবেই। প্রধানমন্ত্রীর সেই গ্যারান্টিকে হাতিয়ার করেই এবার বিজেপিকে পালটা আক্রমণ করল কংগ্রেস। দলের প্রচার বিভাগের প্রধান জয়রাম রমেশ বলছেন, মোদিজির গ্যারান্টি সত্যি হলে মন্ত্রিসভার পুনর্মিলন হবে তিহার জেলে।

হাত শিবিরের দাবি, ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে কার্যত 'ভার্চুয়াল মাফিয়ারাজ' চালিয়েছে বিজেপি। তোলাবাজি থেকে শুরু করে ঘুষ, হেন কোনও অপরাধ নেই যা বন্ডের মাধ্যমে সংগঠিত হয়নি। আর এই সবই হয়েছে সুনির্দিষ্ট আইনের আওতায়। জয়রাম রমেশের প্রশ্ন, মোদি যে দুর্নীতিগ্রস্তদের জেলে ভরার গ্যারান্টি দিচ্ছেন, যারা এই সুনির্দিষ্ট

আইনি পদ্ধতিতে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিল, তাঁদের ক্ষেত্রেও কি এই গ্যারান্টি প্রযোজ্য? সেটা হলে তো মোদির মন্ত্রিসভার পুনর্মিলন হবে তিহার জেলে।

কংগ্রেস ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে মূলত চারটি অভিযোগ করছে। এক, প্রিপেইড ঘুষ, চাঁদা দাও ধান্দা নাও। দুই, পোস্ট পেইড ঘুষ, বরাত নাও, ঘুষ দাও। তিন হানা দেওয়ার পর তোলাবাজি, ইডি-সিবিআইয়ের মাধ্যমে হপ্তা উসুলি। এবং চার শেল কোম্পানি। নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে এই সবগুলিই আইনি পদ্ধতিতে করেছে বিজেপি। তদন্ত হলে, সব মন্ত্রীদের জেলে যেতে হবে বলেই হুঁশিয়ারি জয়রামের।

মোদি শুক্রবারও এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দুর্নীতি করলে কাউকে রেয়াত করা হবে না। এজেন্সির অ্যাকশন চলবে। কংগ্রেস এদিন বুঝিয়ে দিল, দিল্লিতে পালাবদল হলে পার পাবে না বিজেপির মন্ত্রীরাও।

শ্রীনগরে লোকসভা ভোটে প্রার্থী হলেন না ওমর, লড়বেন বারামুলায়

শ্রীনগর, ১২ এপ্রিল: স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার কারণে এ বার লোকসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না-করার কথা জানিয়েছিলেন শ্রীনগরের বিদায়ী সাংসদ তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) প্রধান ফারুক আবদুল্লা। জল্পনা ছিল, এ বার পিতার আসনে পুত্র ওমরকে প্রার্থী করবে দল। কিন্তু এনসির তরফে শুক্রবার জানানো হল, কাশ্মীর উপত্যকারই বারামুলা লোকসভা কেন্দ্রে লড়বেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর।

১৯৮০ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত মোট চার বার শ্রীনগর থেকে সাংসদ হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক। তাঁর পুত্র ওমর তিন বার। কিন্তু এ বার সেখানে প্রভাবশালী শিয়া নেতা আগা সৈয়দ রুহুল্লা মেহেদিকে প্রার্থী করা হয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা ঘোষণা করেন দলনেতা ফারুক। কাশ্মীর উপত্যকার তৃতীয় লোকসভা কেন্দ্র অনন্তনাগ-রজৌরিতে আগেই প্রার্থী হিসাবে মিয়াঁ আলতাফের নাম ঘোষণা করেছে এনসি।

বারামুলা, কুপওয়াড়া, বান্দিপোরা এবং বদগামের কিছু অংশকে ঘিরে ওমরের নয়া নির্বাচনী কেন্দ্র উপত্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শক্ত ঘাঁটি। একদা বিজেপির সহযোগী সাজ্জাদ লোনের দল পিপলস কনফারেন্সেরও ভাল প্রভাব রয়েছে এই এলাকায়। তবে বদগাম, বিয়ারওয়াহ, পাট্টন, সোনাওয়ারির মতো বিধানসভা এলাকায় শিয়া ভোটদাতার সংখ্যা বেশি হওয়ায় মেহেদির সমর্থন ওমরের 'কাজে লাগবে' বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

২০১৯-এর লোকসভা ভোটে এনসি প্রার্থী মহাম্মদ আকবর লোন ১,৩৩,৪২৬ ভোট পেয়ে বারামুলায় জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পিপলস কনফারেন্সের রাজা ইজাজ আলি পেয়েছিলেন ১, ০৩,১৯৩ ভোট। নির্দল প্রার্থী শেখ আবদুল রশিদ ১,০২,১৬৮ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন। পিডিপি প্রার্থী আবদুল কাইয়ুম ওয়ানি ৫৩, ৫৩০ ভোট পেয়ে চতুর্থ। সে বার জম্মু ও কাশ্মীরে লোকসভা ভোটে কাশ্মীর উপত্যকার তিনটি আসনই এনসির দখলে ছিল। অন্যদিকে, উধমপুর, জম্মু এবং লাদাখে জিতেছিল বিজেপি। এ বার 'ইন্ডিয়া'র দুই শরিক এনসি এবং কংগ্রেস জোট করেছে। শ্রীনগর, বারামুলা এবং অনন্তনাগে এনসি লড়ছে। কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে উধমপুর, জম্মু এবং লাদাখে। 'ইন্ডিয়া'র আর এক সহযোগী দল, পিপল্স ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)-র নেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নেত্রী মেহবুবা মুফতি আলাদা লড়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

জার্মানিতে জঙ্গি হামলার ছক কষছে আইএস

বার্লিন, ১২ এপ্রিল: জার্মানিতে জঙ্গি হামলার ছক কষছে আইএস। এই আশঙ্কা গত বছর ইজরায়েলে-হামাস সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকেই দানা বেঁধেছে। এই পরিস্থিতিতে এবার দুই কিশোরী ও এক কিশোরকে আটক করা হল পশ্চিম জার্মানিতে। পুলিশের দাবি, তারা আইএসের হয়ে জঙ্গি হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জানা গিয়েছে, আটক তিনজনের বয়স ১৫ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। তিনজনই ডাসেলডর্ফ অঞ্চলের বাসিন্দা। তারা হত্যালীলা চালানোর পরিকল্পনা করছিল বলেই দাবি তদন্তকারীদের। তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছুই জানানো হয়নি। বলা হয়েছে, তদন্ত জোরকদমে চলছে। কিন্তু স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, ওই কিশোর-কিশোরীরা নাকি মলোটভ ককটেল ও ছুরি নিয়ে হামলার নীল নকশা তৈরি করেছিল। এমনকী, তারা আগ্নেয়াস্ত্রের খোঁজও করছিল। তিনজনই আইএস সমর্থক। মনে করা হচ্ছে, তাদের লক্ষ্য ছিল পুলিশ ও খ্রিস্টানরা। এভাবে জার্মানিরই বাসিন্দাদের সেদেশে হামলার উস্কানি দেওয়ার পরিকল্পনা কষছে আইএস। এই পরিস্থিতিতে নড়েচড়ে বসেছে জার্মান প্রশাসন। জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। গত জানুয়ারিতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারা নতুন বছরে ক্যাথিড্রালে হামলার ছক কষছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। সম্প্রতি দুই আফগানও গ্রেপ্তার হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সুইডেনের পার্লামেন্টে হামলার পরিকল্পনা ছিল তাদের।

৩ দিনের সিবিআই হেপাজত কে কবিতার

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল: দিল্লির আবগারি মামলায় ১০০ কোটি লেনদেনের অভিযোগ তুলেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ ছিল, সুবিধা পাওয়ার বিনিময়ে ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-র নেত্রী কে কবিতা আপ নেতাদের ১০০ কোটি টাকা দিয়েছিলেন! এ বার সেই সূত্র ধরেই আর এক কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই শুক্রবার আদালতে দাবি করেছে, দক্ষিণের এক মদ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১০০ কোটি টাকা নেওয়ার ব্যাপারে কবিতার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। এদিন কবিতাকে ৩ দিনের হেপাজতে নিয়েছে সিবিআই।

আবগারি মামলায় তেলঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-এর কন্যা কবিতাকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। আদালতের নির্দেশে তিহার জেলে ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার সেই মামলা তদন্তে তিহারে গিয়ে চন্দ্রশেখর-কন্যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। তার পর জেলের ভিতর থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে তদন্তকারী সংস্থা।

শুক্রবার কবিতাকে আদালতে হাজির করায় সিবিআই। নিজেদের হেপাজতে তাঁকে নেওয়ার জন্য আবেদন জানায় তারা। আদালতে সিবিআই দাবি করে, '২০২২ সালের ১৬ মার্চ দক্ষিণ ভারতের এক মদ ব্যবসায়ী দিল্লিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে গিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করেন। ব্যবসা করার জন্য কেজরিওয়ালের সহায়তা চান ওই ব্যবসায়ী। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন। পাশাপাশি এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য কবিতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। এমনকী,

সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য টাকাও চাওয়া হয়েছিল।'

এর পরই সিবিআই দাবি করে, 'তেলঙ্গানার বিআরএস নেত্রী কবিতা ওই মদ ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁকে হায়দরাবাদে দেখা করতে বলা হয়েছিল। কবিতার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ওই ব্যবসায়ী কেজরির কথা উল্লেখ করেছিলেন। এমনকী, বিজয় নায়ারের কথাও জানান।' প্রসঙ্গত, আবগারি মামলায় বিজয়কে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি।

আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অভিযোগ করেছে, 'ওই ব্যবসায়ীকে কবিতা বলেছিলেন 'আমাদের ১০০ কোটি দিতে হবে।' তা-ই তাঁকে ৫০ কোটি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিআরএস নেত্রী।' সওয়াল-জবাব শেষে আদালত ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় গত ১৫ মার্চ দুপুরে কবিতার হায়দরাবাদের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। চলে তল্লাশি এবং জিজ্ঞাসাবাদ। তার পর বিকেলে বাড়ি থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়। ইডির গ্রেপ্তারি 'বেআইনি' বলে দাবি করেন কবিতা। গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিলেন তিনি। তবে শীর্ষ আদালত তাঁর আবেদনে সাড়া দেয়নি। এর পর নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন কবিতা। কিন্তু দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। গত মঙ্গলবার কবিতাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। তার মাঝেই আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই।

আইআইটি গুয়াহাটির হস্টেলে ছাত্রের রহস্যমৃত্যু

গুয়াহাটি, ১২ এপ্রিল: আবারও আইআইটি গুয়াহাটিতে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। শুক্রবার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, হস্টেলের বন্ধ ঘর থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে। ২০ বছর বয়সি ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে আইআইটি গুয়াহাটিতে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আত্মহত্যা করেছেন ওই ছাত্র।

পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাতে হস্টেলের ঘরে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান নিরাপত্তারক্ষীরা। তাঁরাই খবর দেন পুলিশে। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, হস্টেলের ঘরে একাই ছিলেন ওই ছাত্র। তাঁর ঘর থেকে এক টুকরো কাগজও উদ্ধার করা হয়েছে। সেই কাগজে কী লেখা আছে, তা পুলিশ জানায়নি। তবে সূত্রের খবর, ওটা সুইসাইড নোট। গুয়াহাটি পুলিশের এক উচ্চপদস্থ অফিসার বলেন, 'আমাদের প্রাথমিক অনুমান ওই ছাত্র মানসিক চাপে ভুগছিলেন। সেই থেকেই আত্মহত্যা করেছেন। তবে এই মৃত্যুর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেলে মৃত্যুর কারণ আরও স্পষ্ট হবে।'

বিহারের বাসিন্দা ওই ছাত্রের পরিবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবহেলার অভিযোগ তুলেছে। তারা

আত্মহত্যার তত্ত্ব মানতে নারাজ। তাদের দাবি, এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত। আইআইটি গুয়াহাটি ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছে। মৃত ছাত্রের পরিববারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। গত জানুয়ারিতে এই আইআইটি গুয়াহাটির চতুর্থ বর্ষের এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল। নববর্ষের পার্টি শেষে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন সেই ছাত্র। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

পম্পেইয়ের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে উদ্ধার হল ফ্রেস্কো

রোম, ১২ এপ্রিল: প্রায় দুহাজার বছর আগের এক শিল্পীর অনন্য কীর্তি সময়ের বুক ফুঁড়ে ফের ফুটে উঠল আধুনিক পৃথিবীতে। দক্ষিণ-পশ্চিম ইতালির বন্দরনগরী পম্পেইয়ের ধ্বংস হওয়ার ইতিহাস সকলেরই জানা। এবার সেখানেই ছাই ও লাভার আড়াল থেকে উদ্ধার করা হল একটি ঘর। যার ফ্রেস্কোয় ফুটে রয়েছে অপূর্ব শিল্পকাজ। এত বছর যা ছিল মানুষের চোখের আড়ালে।

আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল পম্পেই। ৭৯ খ্রিস্টাব্দে মাউন্ট ভিসুভিয়াসের ভয়ানক অগ্নুৎপাতের কবলে পড়ে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ওই এলাকা। উনবিংশ শতকের গোড়া থেকে যদিও খননকার্য চলছে। এত বছর পরও সেই লুপ্ত শহরের এক তৃতীয়াংশ রয়ে গিয়েছে লাভা-ছাইয়ের স্তূপের আড়ালে। এবার সেখান থেকেই উদ্ধার হল এক 'ব্ল্যাক রুম'। সেই ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছে ওই ফ্রেস্কো।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করছেন, ওই ধ্বংসস্তূপ থেকে এখনও পর্যন্ত যা শিল্পরূপের সন্ধান মিলেছে তার মধ্যে সবচেয়ে নিখুঁত ওই ফ্রেস্কো। দেখা গিয়েছে একটি ফ্রেস্কোয় ধরা রয়েছে 'হেলেন অফ ট্রয়'কে। মনে করা হচ্ছে, এটি ছিল একটি ব্যাঙ্কোয়েট রুম। ঘরটির মেঝেতে রয়েছে ১০ লক্ষেরও বেশি ছোট ছোট সাদা টালির টুকরো। পুরো মেঝেটাই মোজাইক করা। দেওয়াল সম্পূর্ণ কালো। তার উপরে নানা রং মিশিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গ্রিক পুরাণের নানা দৃশ্য। প্রত্নতত্ত্ববিদরা জানাচ্ছেন, কীভাবে আলোয় পড়ে ওই ফ্রেস্কোগুলোয় ঝলমল করে উঠছে। এই অপরূপ শিল্পকর্মগুলো সংরক্ষণ করাই আপাতত লক্ষ্য। তার পর তা খুলে দেওয়া হবে সাধারণ পর্যটকদের জন্য।

রামলালাকে ৫ কোটির সোনার রামচরিতমানস উপহার

ভোপাল, ১২ এপ্রিল: ৫ কোটি টাকার রামচরিতমানস উপহার হিসাবে অর্পণ করা হল রামলালাকে। সোনা, রুপো আর তামা দিয়ে তৈরি এই রামচরিতমানস। মহামূল্য এই উপহারটি দিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন আইপিএস সুব্রাহ্মণ্যম লক্ষ্মীনারায়ানণ। গোটা রামচরিতমানস কিভাবে তৈরি করা হবে, সেই পরিকল্পনা করেছেন তাঁর স্ত্রী সরস্বতী।

জানা গিয়েছে, আট মাস ধরে গবেষণা হয়েছে এই সোনার রামচরিতমানস তৈরির জন্য। মূলত তামা দিয়ে তৈরি হয়েছে পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলো। তার মধ্যেই মেশানো হয়েছে সোনা আর রুপো। রামচরিতমানসের পৃষ্ঠাগুলো ১ মিলিমিটার পুরু। মোট ৫২২টি পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে ১০ হাজার ৯০২টি পদ। তুলসীদাস রচিত এই বিখ্যাত গ্রন্থটি আওয়াধি ভাষায় লিখিত। সেই গ্রন্থই এবার রাখা থাকবে অযোধ্যা রামমন্দিরের গর্ভগৃহে।

জানা গিয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত। নিজের অবসরজীবনের যাবতীয় সঞ্চয় দিয়ে তৈরি করেছেন রামলালার জন্য বিশেষ উপহার। চেন্নাইয়ের একটি গয়না প্রস্তুতকারক সংস্থা এই বইটি তৈরি করেছে। সেখান থেকে দফায় দফায় অযোধ্যায় পাঠানো হয়েছে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো। ২০-২৫টি করে পৃষ্ঠা একসঙ্গে পাঠানো হয়। তার পর অযোধ্যাতে বসে বাঁধাই করা হয়েছে বইটি। ২৪ ক্যারাট সোনার তৈরি বইটি একটি বিশেষ স্ট্যান্ডের উপর রাখা থাকবে। সেখানে দাঁড়িয়েই রামচরিতমানস পড়ে শোনানো হবে।

চৈত্র নবরাত্রির প্রথম দিনই এই উপহার মন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন প্রাক্তন আইপিএস ও তাঁর স্ত্রী। রামমন্দিরে আসা পুণ্যার্থীরাও এই রামচরিতমানস দেখতে পারবেন। জানা গিয়েছে, সোনায় মোড়া এই গ্রন্থটি তৈরি করতে অন্তত সাড়ে চার বা পাঁচ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। তবে ভগবান রামের জন্য নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিতে দুবার ভাবেননি প্রাক্তন আইপিএস।

মত্ত যুবকের গাড়ির ধাক্কায় দুই বিজেপি নেতার মৃত্যু

গুনা, ১২ এপ্রিল: লোকসভা ভোটের কাজ সেরে রাস্তার ধারে দলীয় কার্যালয়ের বাইরে বাইকে বসে গল্প করছিলেন তিন বিজেপি নেতা। সেই সময় আচমকাই একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেই বাইকে ধাক্কা মারে। দুই বিজেপি নেতা বাইকসমেত ২০০ মিটার দূরে ছিটকে পড়েন। বাইকটি দু'টুকরো হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই নেতার। গুরুতর আহত আরও এক নেতা। বৃহস্পতিবার রাতে

ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ফ্লাইং অ্যাকাডেমির এক পাইলট মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। গাড়ি নিয়ে কেরামতি দেখাচ্ছিলেন। এক হাতে বিয়ারের ক্যান, অন্য হাতে স্টিয়ারিং ছিল। সেই অবস্থাতেই কেরামতি দেখাচ্ছিলেন। তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। বিয়ারের ক্যান ছিটকে পড়ে ব্রেক প্যাডেলের নীচে আটকে যায়। তার পরই তিন বিজেপি নেতাকে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটি।

লোকসভা নির্বাচনে ফের লড়বেন ইন্দিরা গান্ধির হত্যাকারীর ছেলে

চণ্ডীগড়, ১২ এপ্রিল: নির্বাচনে লড়বেন ইন্দিরা গান্ধির হত্যাকারীর ছেলে। সর্বজিৎ সিং খালসা নামের ওই ব্যক্তি পঞ্জাবের ফরিদকোট থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়বেন। তাঁর বাবা বিয়ন্ত সিং ছিলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম হত্যাকারী। তবে এই প্রথম নয়। এর আগে ২০১৯ সালে বহুজন সমাজবাদী পার্টির টিকিটেও সর্বজিৎ ভোটে লড়েছেন। লড়েছিলেন ২০১৪ সালেও। তার আগে ২০০৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু কোনওবারই জিততে পারেননি। তবু এবারও ৪৫ বছরের সর্বজিৎ ভোটে দাঁড়িয়েছেন।

দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। কিন্তু বিপুল ধনসম্পত্তির মালিক সর্বজিৎ। ২০১৪ সালে নির্বাচনে লড়ার সময় তিনি তাঁর সম্পত্তি ঘোষণা করেছিলেন। দেখা যায় সব মিলিয়ে সাড়ে তিন কোটি টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক সর্বজিৎ। তাঁর মা বিমল কউর ও ঠাকুর্দা সুচা সিং ১৯৮৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে লড়ে সাংসদ হন যথাক্রমে রোপার ও বাথিন্ডা থেকে।

প্রসঙ্গত, ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধিকে গুলি করে হত্যা করেন তাঁর দুই দেহরক্ষী বিয়ন্ত সিং ও সতবন্ত সিং। জানা যায়, বিয়ন্ত ইন্দিরাকে গুলি চালানোর পর নিজের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ছুড়ে ফেলে দেন। এবং বলে ওঠেন, 'আমার যা করার ছিল করেছি। এবার তোমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারো।' পরে এক রক্ষীর কথায় উত্তপ্ত হয়ে জলের পাত্র ছুড়ে মারেন তিনি। এরপরই অন্য রক্ষীদের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যান বিয়ন্ত। অন্য হত্যাকারী সতবন্তকে পরে ফাঁসি দেওয়া হয়।

অসমে ভোটপ্রচারের মঞ্চে নেচে মাতালেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা

গুয়াহাটি, ১২ এপ্রিল: শুক্রবার ভোটপ্রচারে বেরিয়ে হিমন্ত বিশ্বশর্মা ফের ধরা দিলেন একেবারে ভিন্ন মেজাজে। তাঁকে দেখা গেল হাসিমুখে ভিড়ের ভিতরে মিশে যেতে। দেখা গেল মঞ্চ কাঁপিয়ে নাচতে। ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও। কয়েকদিন আগেও তাঁকে এভাবেই নাচতে দেখা গিয়েছিল। এবারও সেই মেজাজই ধরে রাখলেন হিমন্ত।

শুক্রবার লখিমপুর লোকসভা কেন্দ্রের এক জনসভায় হাজির ছিলেন হিমন্ত। আর সেখানেই তাঁকে দেখা গেল ভোটপ্রচারের গান চালিয়ে মঞ্চে উপস্থিত সকলের সঙ্গে নাচে মেতে উঠতে। দর্শকদের মধ্যেও অনেকে নাচতে থাকেন তাঁর সঙ্গে। প্রসঙ্গত, তিন দফায় ভোট হবে অসমে। এর মধ্যে ১৯ এপ্রিল অর্থাৎ প্রথম দফার ভোটের দিনই লখিমপুরে নির্বাচন সম্পন্ন হবে। এছাড়াও এদিন কেজপুর, জোরহাট, ডিব্রুগড়েও ভোট হবে।

গত সপ্তাহ থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে প্রচার করছেন হিমন্ত। এদিন তিনি 'আকৌ এবার মোদি সরকার' (আবকি বার মোদি সরকার), যা বিজেপির থিম সং, সেই গানে নেচে ওঠেন সকলে। গত সপ্তাহেও একই দৃশ্য দেখা গিয়েছে। এদিনের মতো সেদিনও সকলকে চমকে দিয়ে নেচে ওঠেন হিমন্ত। দর্শকদেরও নাচে উৎসাহ দেন।

আইপিএলে জয়ে ফিরলেন পন্থরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জয়ে ফিরল দিল্লি ক্যাপিটালস। টানা দু'টি ম্যাচে হারের পর আবার জয়ের মুখ দেখল ঋষভ পন্থের দল। শুক্রবার একানা স্টেডিয়ামে তারা লখনউ সুপার জায়ান্টকে হারিয়ে দিল ৬ উইকেটে। দিল্লির জয়ে অবদান রাখলেন তরুণ ক্রিকেটার জেক ফ্রেজার-ম্যাকগুর্ক। যোগ্য সঙ্গত দিলেন পন্থ নিজেও। লখনউয়ের আয়ুষ বাদোনির লড়াই বৃথা গেল। ঘরের মাঠে এ বার প্রথম ম্যাচ হারল লখনউ।

দিল্লির হয়ে শুরুটা ভালই করেছিলেন পৃথ্বী শ। চালিয়েই খেলছিলেন ভারতীয় ওপেনার। তবে উল্টো দিকে থাকা ডেভিড ওয়ার্নার আউট হলেন দুর্ভাগ্যজনক ভাবে। যশ ঠাকুরের বল তাঁর প্যাডে লেগে মাটিতে পড়ে স্টাম্প ফেলে দেয়। হতাশ হয়ে তাকিয়ে দেখেন ওয়ার্নার। তিনে নামার ফ্রেজার দ্বিতীয় বলেই ঠাকুরকে ছয় মারেন। পৃথ্বীর সঙ্গে জুটি বেধে দ্রুত রান তুলতে থাকেন।

দলের ৬৩ রানের মাথায় ফেরেন পৃথ্বী। করেন ২২ বলে ৩২ রান। দ্বিতীয় উইকেট পড়ার পরে আর রোখা যায়নি দিল্লিকে। মাঝে দু'টি ওভার বাদ দিলে দিল্লির রান তোলার গতি ভালই ছিল। ১৩তম ওভারে ক্রুণাল পাণ্ড্যকে টানা তিনটি ছয় মারেন ফ্রেজাদর। সেই ওভার থেকে ২১ রান ওঠে। ক্রুণালের আগের একটি ওভার থেকে ১৫ রান ওঠে।

১৪তম ওভারে অর্ধশতরান পূরণ করেন ফ্রেজা র। তার পরের ওভারেই আউট হয়ে যান। নবীন উল হকের বলে আর্শাদ খানের হাতে ক্যাচ দেন। ভাল খেলছিলেন পন্থ। কিন্তু উল্টো দিকে সঙ্গী ফিরে যাওয়ায় তাঁরও মনঃসংযোগ নড়ে যায়। ১৬তম ওভারে রবি বিষ্ণোইকে এগিয়ে এসে মারতে গিয়ে ফস্কান। স্টাম্প করেন কেএল রাহুল। ৪টি চার এবং ২টি ছয়ের সাহায্যে ২৪ বলে ৪১ করেন পন্থ। তবে দিল্লির জয় তাতে আটকায়নি।

আগে ব্যাট করতে নেমে লখনউ শুরুটা ভালই করেছিল। প্রথম বলেই চার মারেন কুইন্টন ডি'কক। সেই ওভারে ওঠে ১০ রান। পাওয়ার প্লে-তে ঠিক যে ভাবে শুরু করা দরকার, সে ভাবেই খেলছিলেন ডি'কক। কিন্তু দীর্ঘ ক্ষণ একই ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি। তৃতীয় ওভারেই খলিল আহমেদের বলে এলবিডব্লিউ হন। সেই যে লখ নউয়ের উইকেট পড়ল, এর পর একে একে ব্যাটারেরা এলেন এবং গেলেন।

দেবদত্ত পাড়িক্কল (৩) এই ম্যাচেও ফর্মে ফিরতে পারলেন না। ব্যর্থ মার্কাস স্টোইনিস (৮), নিকোলাস পুরান (০), দীপক হুডা (১০), ক্রুণাল পাণ্ড্যেরাও (৩)। কুলদীপের বলের জবাবই খুঁজে পাননি তাঁরা। এমনিতেই লখনউয়ের পিচ বেশ মন্থর বলে পরিচিত। স্পিনারদের সাহায্য করে। গত বিশ্বকাপেও এ জিনিস দেখা গিয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার যে পিচে খে লা হয়েছে সেখানে রান করা মোটেই সহজ ছিল না। লড়াই করেন কেএল রাহুল। ৫টি চার এবং ১টি ছয়ের সাহায্যে ২২ বলে ৩৯ করেন।

তবে শেষ দিকে বাদোনি ও রকম খেলবেন কেউ ভাবতে পারেননি। তিনি যে সময়ে ব্যাট করতে এসেছিলেন, তখন ছ'উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল লখনউ। কিছু ক্ষণ পরে ক্রুণাল ফেরায় সাত উইকেট হারায় তারা। সেখান থেকে আর্শাদ খ ানকে নিয়ে একা লড়াই করলেন। ১৮তম ওভারে আর্শাদের একটি সহজ ক্যাচ ফেলে দেন পৃথ্বী শ। শেষ পর্যন্ত অর্ধশতরান করে অপরাজিত থাকেন বাদোনি। তা অবশ্য কাজে লাগেনি।

ভাল বল করলেন কুলদীপ। গত ২৮ মার্চ রাজস্থানের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন। চোটের জন্য বেশ কয়েকটি ম্যাচে তাঁকে পায়নি দিল্লি। দলে ফিরেই অবদান রাখলেন বাঁ হাতি চায়নাম্যান স্পিনার। একই সঙ্গে টি-টোয়েন্টি দলে ঢোকার দাবিও জানিয়ে রাখলেন।

দিনেশ কার্তিককে বিশ্বকাপ নিয়ে 'স্লেজিং' রোহিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাঠে ক্রিকেটাররা কত,কীই না মন্তব্য করেন। প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে দুর্বল করার উদ্দেশ্য নিয়ে করা এসব মন্তব্য শুধু গালিগালাজ বা কটু কথাবার্তাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অনেক সময় কৌতূককরও হয়ে ওঠে। মাঝেমধ্যে এমন মন্তব্য ক্রিকেটারদের অনেকের রসিকতার মানসিকতাকেই সামনে নিয়ে আসে।

রোহিত শর্মা এসব ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকেন বরাবরই। মাঝেমধ্যেই মাঠের মাইক্রোফোনে রোহিতের অনেক রসিকতা দর্শকদের কানে এসেছে। যেমন কাল আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের কথা এখন রীতিমতো ভাইরাল!

মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বেঙ্গালুরুর হয়ে ব্যাট করছিলেন দিনেশ কার্তিক। ইনিংসের শেষ ওভারে আকাশ মাধওয়ালের বলে রীতিমতো ঝড়ই বইয়ে দেন এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। টানা ৩ বলে ২ ছক্কা আর ১ চারে নেন ১৬ রান। রোহিত বোলার নন যে ঝড় থামাতে বিশেষ কিছু করতে পারবেন! কিন্তু ফিল্ডার হিসেবে কিছু একটা বলে কার্তিকের মনোযোগে ব্যাঘাত তো ঘটানো যায়! রোহিত তাই বলে ওঠেন, 'এ তো বিশ্বকাপ খেলার জন্য চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। শাবাশ! ওর মাথায় বিশ্বকাপ ঘুরছে। শাবাশ দিনেশ! তোমাকে বিশ্বকাপে খেলতেই হবে।' রোহিতের এই মন্তব্য পিচ মাইক্রোফোন হয়ে চলে আসে সম্প্রচারে।

রোহিত ভারত জাতীয় দলের অধিনায়ক। জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দেবেন। দল ঘোষণার আগে অধিনায়কের মুখে সম্ভাব্য একজন সম্পর্কে এমন মন্তব্য বেশ চমকপ্রদই। তবে ব্যাপারটা সরল থাকছে না মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই। কার্তিক খেলছিলেন বেঙ্গালুরুতে, রোহিত মুম্বাইয়ে। কার্তিক ওভাবে খেলছিলেন বলেই প্রতিপক্ষ হিসেবে রোহিতের মুখে অমন কথা উঠে এসেছে। যদিও কার্তিক এমন আরও কিছু ইনিংস খে ললে হয়তো নির্বাচকদের ভাবনায় গুরুত্বের সঙ্গেই থাকবেন। কাল কার্তিকের ২৩ বলে ৫৩ রানের অপরাজিত ইনিংসের সুবাদে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৯৬ রান তোলে বেঙ্গালুরু। কিন্তু এই সংগ্রহ পাত্তা পায়নি মুম্বাইয়ের কাছে। ঈষান কিষান ও সূর্যকুমার যাদবের দুই ফিফটিতে ২৭ বল আর ৩ উইকেট হাতে রেখেই ম্যাচ জিতে যায় মুম্বাই।

বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে নজির, আইপিএলে ৫ উইকেট নিয়ে সাফল্যের কারণ জানালেন বুমরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ওয়াংখেড়ের ২২ গজে দেখা গিয়েছে সেরা ফর্মের যশপ্রীত বুমরাকে। বৃহস্পতিবারের ম্যাচে ২১ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। আইপিএলের ইতিহাসে বুমরা প্রথম বোলার হিসাবে আরসিবির বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়েছেন। চতুর্থ ক্রিকেটার হিসাবে আইপিএলে একাধিক বার ৫ উইকেট নেওয়ার নজিরও গড়েছেন। দলের জয়ে অবদান রাখ ার পর বুমরা জানিয়েছেন তাঁর সাফল্যের রহস্য।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের পর বুমরা বলেছেন, ''টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বোলারদের জন্য খুবই কঠিন। কখনও চাইনি বোলার হিসাবে আমার কাছে একটাই অস্ত্র থাকবে। ক্রিকেটজীবনের প্রথম থেকে বলের বৈচিত্র বৃদ্ধির জন্য পরিশ্রম করেছি। সবাই চেষ্টা করে সঠিক লাইনে বল করার। আমি সেটার পাশাপাশি, অন্য দক্ষতা তৈরির উপর গুরুত্ব দিতাম। বল করা সব সময়ই কঠিন। ব্যাটারেরা মারার চেষ্টা করবেই। আমার পারফরম্যান্স ভাল না হলে পরের দিন ভিডিয়ো দেখি। বোঝার চেষ্টা করি কেন সাফল্য পাইনি। কেমন বল করলে কার্যকর হত। তরুণ বয়স থেকেই এই পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।''

সাফল্যের জন্য বিশেষ কোনও প্রস্তুতি নেন? বুমরা বলেছেন, ''প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক ম্যাচের আগে নিজেকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করি। এটা জরুরি। হাতে একটা মাত্র অস্ত্র থাকলে হয় না। সব সময় তো আর ইয়র্কার বল করা যায় না। কখনও কখনও খাটো লেংথের বলও করতে হয়। এই ধরনের ক্রিকেটে সব সময় একই রকম ভাবার কোনও জায়গা নেই। ১৪৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে বল যেমন করতে হয়, তেমনই মন্থর গতির বলও করতে হয়। বলের বৈচিত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে।''

বুমরার বক্তব্য, ২০ ওভারের ক্রিকেটে ব্যাটাররা আগ্রাসী হবেই। পাল্টা আগ্রাসী হয়ে লাভ না-ও হতে পারে। পরিস্থিতি বুঝে ব্যাটারের শক্তি-দুর্বলতা বুঝে বল করা দরকার। এক জন বোলারের বৈচিত্র যত বেশি, তার সফল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। এ বারের আইপিএলে এখনও পর্যন্ত পাঁচটি ম্যাচ খেলে ১০ উইকেট নিয়েছেন বুমরা। বেগনি টুপির দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা জোরে বোলার। ওভার প্রতি খরচ করেছেন ৫.৯৫ রান।

নেইমার গ্যালারিতে বসে খেলা দেখলেন, মাঠে নেমে ট্রফি নিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: আল ইত্তিহাদকে ৪-১ গোলে হারিয়ে সৌদি সুপার কাপ জিতেছে আল হিলাল। ইত্তিহাদের হয়ে করিম বেনজেমা খে ললেও আল হিলালের নেইমার ছিলেন গ্যালারিতে। এখনো সুস্থ না হওয়া নেইমার মাঠে উপস্থিত থেকে সতীর্থদের খেলা দেখেছেন, ম্যাচ শেষে অংশ নিয়েছেন ট্রফি-উৎসবে।

ম্যাচে আল হিলালের হয়ে জোড়া গোল করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ম্যালকম। অন্য দুটি গোল সালেম আল দাওসারি ও নাসের আল দাওসারির। আল ইত্তিহাদের

পক্ষে একমাত্র গোলটি আবদেররাজ্জাক হামাদাল্লাহর। মরক্কোর এই ফরোয়ার্ড একটি পেনাল্টি মিসও করেন।

আবুধাবির মোহাম্মদ বিন জায়েদ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে জিতে শীর্ষ প্রতিযোগিতার দলগুলোর মধ্যে টানা সবচেয়ে বেশি জয়ের রেকর্ড আরও বাড়িয়ে নিয়েছে আল হিলাল। রিয়াদের ক্লাবটি টানা জয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪-এ। সৌদি সুপার কাপ জেতার মাধ্যমে মৌসুমে অন্তত চারটি ট্রফি জয়ের সম্ভাবনায় দাঁড়িয়ে আল হিলাল। সৌদি প্রো লিগে দ্বিতীয় স্থানে থাকা আল নাসরের চেয়ে ১২ পয়েন্ট এগিয়ে আছে দলটি। আছে কিংস কাপ এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালেও। চলতি মৌসুমের শুরুতে পিএসজি ছেড়ে আল হিলালে নাম লেখানো নেইমার দলের হয়ে মাত্র পাঁচ ম্যাচ খেলতে পেরেছেন। চোটের কারণে চলতি মৌসুমে তাঁর আর মাঠে নামা হবে না। তবে সৌদি সুপার কাপের সৌজন্যে এরই মধ্যে আল হিলালে একটি ট্রফি জেতা হয়ে গেছে ব্রাজিলিয়ান তারকার।

সন্তানের স্কুলের ফি না দিয়ে ধোনির ম্যাচ দেখলেন তিনি

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাগলামি তো কত রকমই হয়। কিন্তু এই পাগলামির ব্যাখ্যা কীভাবে দেওয়া যায়! সন্তানের স্কুলের ফি বাকি রেখে আইপিএলের ম্যাচ দেখার টিকিট কেনা, তা,ও আবার ৬৪ হাজার টাকা খরচ করে! আসলেই ব্যাখ্যাতীত এই পাগলামি।

ভদ্রলোক মহেন্দ্র সিং ধোনির ভক্ত। চেন্নাই সুপার কিংস তারকার ভক্তকুল বিশাল। তাঁর নামে জয়ধ্বনি দেন লাখো কোটি মানুষ। কিন্তু ধোনি যদি সেই ভদ্রলোকের কাণ্ড জানতেন, খুব সম্ভবত বিরক্তই হতেন। শুধু প্রিয় খেলোয়াড়ের খেলা আরাম করে দেখার জন্য সন্তানের স্কুলের ফি না দিয়ে ৬৪ হাজার টাকা খরচ করার ব্যাপারটি কেই,বা ভালো চোখে দেখবেন! তার ওপর সেই লোক টিকিট কিনেছেন কালোবাজারিদের কাছ থেকে।

ভদ্রলোকের নিজের মুখেই পড়ুন ঘটনাটি, 'আমি আমার দুই মেয়েকে নিয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনি আর চেন্নাই সুপার কিংসের খেলা দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু টিকিট পাচ্ছিলাম না, তাই কালোবাজারিদের কাছ থেকে কিনতে হয়েছে। ৬৪ হাজার টাকা খরচ হয়েছে আমার। সে কারণেই আমি মেয়েদের স্কুলের বেতন দিতে পারিনি।'

ভাইরাল হয়ে যাওয়া ভিডিওটি যতটা হাসিঠাট্টার জন্ম দিচ্ছে, তার

চেয়েও চলছে এর সমালোচনা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশির ভাগ মানুষই ধুয়ে দিচ্ছেন সেই ধোনি-ভক্তকে। একজন ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'একটা সামান্য ক্রিকেট ম্যাচ, সে যত বড়ই ক্রিকেট-ভক্ত হোক না কেন, নিজের সন্তানের পড়াশোনার চেয়ে বড় হতে পারে না।'

একজন চিকিৎসক লিখেছেন, 'আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। একটা লোক কতটা বেকুব হতে পারে। আবার বড় গলায় বলছে, মেয়ের স্কুলের বেতন না দিয়ে সে আইপিএলের টিকিট কিনতে টাকা খরচ করেছে।'

শ্রীনিবাসন নামের একজন 'এক্স' ব্যবহারকারী পুরো বিষয়টি দেখছেন একটু অন্যভাবে, 'একটা জিনিস ভেবে দেখুন, এই মানুষটা নিজের দুই মেয়েকে সারা জীবনের জন্য দারুণ একটা স্মৃতি উপহার দিয়ে গেলেন। অনেক হিসাব করেই তিনি ব্যাপারটা করেছেন, তাঁর মনে হয়েছে, স্কুলের বেতনের টাকাটা যেভাবেই হোক তিনি জোগাড় করবেন, কিন্তু মেয়েদের দারুণ একটা উপহার দেওয়া যাক।'

ভদ্রলোকের টাকা খরচ সার্থক হয়েছে। যে ম্যাচটা তিনি দেখতে গিয়েছিলেন, সেটিতে জিতেছে চেন্নাই। কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে তারা। এবারের আইপিএলে প্রথম দুই ম্যাচ চেন্নাই জিতলেও পরের দুই ম্যাচে হেরে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যেই ছিল। কলকাতার বিপক্ষে জয় স্বস্তিই এনে দেওয়ার কথা।

এবারের আইপিএল শুরুর আগে চেন্নাইয়ের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন ধোনি। অধিনায়ক হিসেবে চেন্নাইকে জিতিয়েছেন ৫টি আইপিএল। ফাইনালে খেলেছেন ১০ বার।

লিভারপুলের বড় হার, এই দলকে ক্লপও চেনেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে ড্র করে পয়েন্ট খোয়ানোর রেশ এখনো কাটেনি, এর মধ্যে ইউরোপা লিগেও বড় ধাক্কা খে ল লিভারপুল। কাল রাতে ইউরোপা কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে আতালান্তার কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। আর সেটা নিজেদের মাঠ অ্যানফিল্ডেই!

ম্যাচের পর ক্লপ বলেছেন, লিভারপুলের খেলা একটা পর্যায়ে এতটাই ছন্নছাড়া ছিল, তিনি নিজেই চিনতে পারছিলেন না এটা তাঁর দল। এখনো দ্বিতীয় লেগ বাকি থাকায় এখ নই ইউরোপা লিগ থেকে ছিটকে পড়েনি লিভারপুল। তবে অ্যানফিল্ডে অপরাজেয়-যাত্রা থেমে গেল ১৪ মাস পর।

রোববার প্রিমিয়ার লিগে ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে ছয় পরিবর্তন নিয়ে দল নামিয়েছিলেন ক্লপ। শুরুটা ভালোও করেছেন প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যে গোলের ভালো সুযোগ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দারউইন নুনিয়েজ বল লক্ষ্যে রাখতে না পারলে সেটা নষ্ট হয়। ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় আতালান্তা। যার শুরুটা হয় ৩৮ মিনিটে জিয়ানলুকা স্কামাকার গোলে।

প্রথমার্ধে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই

মোহাম্মদ সালাহ, দমিনিক সোবোসলাইদের বদলি করেন লিভারপুল কোচ। পরে নামান লুইস দিয়াজ, দিয়েগো জোতাদেরও। কিন্তু লিভারপুল আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি। সালাহর একটি গোল অফসাইডে বাতিল হয়।

ম্যাচে আতালান্তার দ্বিতীয় গোলটি আসে ৬০ মিনিটে, গোলদাতা সেই স্কামাকাই। ৮৩ মিনিটে লিভারপুলের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেন ক্রোয়াট মিডফিল্ডার মারিও পাসালিচ। লিভারপুল ঘরের মাঠে ম্যাচ হারল ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম। আর গোল ব্যবধানের দিক থেকে ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় লিগগুলোর মধ্যে ঘরের মাঠে যৌথভাবে সবচেয়ে বড় হার এটি। এর আগে অ্যানফিল্ডে ২০১৪ সালে ৩-০ এবং ২০২৩ সালে ৫-২ ব্যবধানে হেরেছে লিভারপুল, দুটিই রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে।

স্বাভাবিকভাবেই আতালান্তার বিপক্ষে এমন হারে ম্যাচ শেষে হতাশা প্রকাশ করেন ক্লপ। মৌসুম শেষে অ্যানফিল্ড ছাড়তে যাওয়া এই জার্মান বলেন, 'খুবই বাজে একটা ম্যাচ খেলেছি। আমাদের শুরুটা ভালো ছিল। খুবই ভালো। কিন্তু সেটা ধরে রাখতে পারিনি। ওরা গোল করেছে আর আমরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছি। মাঝমাঠে আমরা এখ ানে-সেখানে খেলেছি। আমিই চিনতে পারিনি।'

ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালে উঠতে হলে লিভারপুলকে এখন পরের লেগে অন্তত ৪-০ ব্যবধানে জিততে হবে। লিভারপুলের শেষ চারের স্বপ্ন টিকে আছে কি না, জিজ্ঞেস করলে ক্লপ বলেন, 'সেটা এখনই বলার সময় নয়। এক সপ্তাহ পরের ম্যাচ নিয়ে ভাবার অবস্থায় আমি নেই। এর মাঝে আমাদের আরও একটি ম্যাচ (লিগে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে) আছে। অবশ্যই জেতার চেষ্টা করব। আমরা তো জিততেই চাই।'

লিভারপুল হারলেও ইউরোপা লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগে জয় পেয়েছে বায়ার লেভারকুসেন। নিজেদের মাঠে ইংলিশ ক্লাব ওয়েস্ট হামকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে জার্মান ক্লাবটি। লেভারকুসেনের হয়ে গোল দুটি করেন জোনাস হফমান ও ভিক্টর বোনিফেস। অন্য দুটি ম্যাচের মধ্যে বেনফিকা ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে মার্শেইকে, রোমা ১-০ ব্যবধানে এসি মিলানকে।

'দলে কোনও বোলার নেই', আইপিএলে ছ'টি ম্যাচ খেলে ফেলার পর বুঝলেন বিরাটদের অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ বারের আইপিএলে ছ'টি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে হেরে গিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ১৯৬ রান তুলেও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছে। সেই হারের পর ফ্যাফ ডুপ্লেসি জানিয়ে দিলেন যে, দলে কোনও বোলার নেই। তবে সেটা বুঝতে কি দেরি করে ফেললেন বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক?

বেঙ্গালুরু প্রথমে ব্যাট করে ১৯৬ রান তোলে। কিন্তু মুম্বই ব্যাট করতে নেমে প্রথম ৬ ওভারেই ৭২ রান তুলে নেয়। পরে ২৭ বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে নেয় মুম্বই। মহম্মদ সিরাজ ৩ ওভারে ৩৭ রান দেন। ম্যাচ শেষে ডুপ্লেসি বলেন, তআমাদের ২০০ রান করতে হত। ব্যাটারদের এই দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ আমাদের বোলারদের খুব বেশি অস্ত্র নেই। পুরো চাপটাই ব্যাটারদের উপর থাকে। আমাদের বোলারেরা চাপ তৈরিই করতে পারে না। পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই আমাদের দু'তিনটে উইকেট তুলে

নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রথম চার ওভারের পরেই আমরা পিছিয়ে পড়েছিলাম।দ

আইপিএলে লিগ পর্বে ১৪টি ম্যাচ খেলতে হয় প্রতিটি দলকে। বেঙ্গালুরু তার মধ্যে ছ'টি খেলে ফেলেছে। বাকি রয়েছে আটটি ম্যাচ। প্লে অফে উঠতে হলে এই আটটি ম্যাচই জিততে হবে বেঙ্গালুরুকে। এমন বোলিং আক্রমণ নিয়ে সেই কাজ যথেষ্ট কঠিন। ডুপ্লেসি বলেন, অশপ্রীত বুমরা দুটো দলের মধ্যে তফাত গড়ে দিয়ে গেল। আমরা মুম্বইয়ের বোলারদের উপর চাপ তৈরি করেছিলাম। কিন্তু আমি বুমরাকে বল করতে দেখেছি। ওর হাতে প্রচুর অস্ত্র। ও বাউন্সার করতে পারে, মন্থর বল করতে পারে, ইয়র্কার করতে পারে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে লাসিত মালিঙ্গা ছিল সেরা বোলার। সেই জায়গাটা এখন বুমরা নিয়েছে। যে কোনও সময় বল করতে আনলেই ও উইকেট নিতে পারে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**